সহজ কুরআন শিক্ষা

সংকলক

ড. মোসা: তাসকুরুন নেসা

সহজ কুরআন শিক্ষা || সংকলক : ড. মোসা: তাসকুরুন নেসা

সহজ কুরআন শিক্ষা

সংকলক

ড. মোসা: তাসকুরুন নেসা
সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
ইমেইল ঃ tasqurun@gmail.com

বিশ্বসাহিত্য ভবন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

২য় সংস্করণ • জুন-২০২২

প্রকাশক • তোফাজ্জল হোসেন
বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অক্ষরবিন্যাস • প্রগতি কম্পিউটার্স
২২/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ • প্রগতি প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
২২/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
স্বত্ব • লেখিকা
প্রচ্ছদ • মোস্তাফিজ কারিগর

হাদিয়া • ২২৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8218-50-1
Phone : 47114424, 01819214049, 01711-198570
E-mail : bsbhaban@gmail.com

বিশ্বসাহিত্য ভবন-এর যে কোনো বই ঘরে বসে পেতে ভিজিট করুন
www.bsbhaban.com
www.rokomari.com
অথবা ফোন করুন : ৪৭১১৪৪২৪

যুক্তরাজ্য পরিবেশক • সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক • TITAS MAHMOOD
39065 CAISTOR DRIVE AVON, OH 44011

উৎসর্গ

আমার স্বামী-সন্তান, মাতা-পিতা,
ভাই-বোন ও আত্মীয়দের জন্য।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা আস সালামু আলাইকুম। “সহজ কুরআন শিক্ষা” বইটি লেখার উদ্দেশ্যে, আমরা যেন সহজভাবে (আরবী) কুরআন পাঠ করতে পারি। কুরআন আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী, তাই কুরআন পাঠ করা আমাদের জন্যে জরুরী। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **“এটা এমন কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা মুত্তাকীদের জন্যে পথ প্রদর্শক”** (সূরা বাকারা ২)। কিন্তু আমরা যদি এই কিতাব না পড়ি তাহলে আমরা আল্লাহ তায়ালা’র পক্ষ থেকে প্রদর্শিত ‘সেই পথ’ বঞ্চিত হয়ে যাবো! আমরা ভুল পথের উপর চলে যেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো! তাই আসুন আমরা সবাই কুরআন শিখি ও নিয়মিত তা পাঠ করি ও সে অনুযায়ী জীবন গঠন করি।

পাঠকদের প্রতি কয়েকটি অনুরোধ:

১. প্রতিদিন কমপক্ষে একটি আয়াত হলেও অর্থসহ কুরআন পাঠ করবেন। প্রতিদিন না পড়লে ভুলে যাবেন, কারণ এটা আমাদের মাতৃভাষায় লেখা নয়।

২. কুরআনে যে জীবন বিধান আছে তা মানার চেষ্টা করবেন। কারণ এতেই মানুষের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কুরআন আমাদের মহান স্রষ্টার বাণী, তাই তিনিই ভাল জানেন কিসে আমাদের কল্যাণ। যেমন একটি মেশিন কিভাবে ব্যবহার করলে ভাল হবে, তা একমাত্র ঐ মেশিন প্রস্তুতকারীই ভাল বলতে পারবেন।

৩. জীবনে একটি বার হলেও সম্পূর্ণ কুরআনের বাংলা অর্থ পড়ার চেষ্টা করবেন, অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা ‘আমাদেরকে কি বলেছেন’ তা অজানা থেকে যাবে। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশগুলো জানুন ও সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করুন।

৪. কিছু কিছু আয়াত এর অর্থ বোঝার জন্য অর্থের ব্যাখ্যা পড়া দরকার হয়, কারণ কিছু কিছু আয়াত এর অর্থ স্পষ্টভাবে

বোঝা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। এর মধ্যে এমন আয়াত রয়েছে যার অর্থবোধ স্পষ্ট, সেগুলি কিতাবের ভিত্তি, এবং অন্যান্যগুলি রুপক”- সূরা ইমরান ৭।

৫. মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, তাই পাঠকের দৃষ্টিতে ভুল ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে জানাবেন, পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করা হবে ইনশা'আল্লাহ।

সূচীপত্র

প্রথম ধাপ : আরবী বর্ণমালা ০৯

দ্বিতীয় ধাপ : আরবী বর্ণের সংযুক্ত রূপ ১৮

তৃতীয় ধাপ : আরবী স্বরবর্ণ, ব্যাঞ্জন বর্ণ ও স্বরচিহ্ন ২৮

চতুর্থ ধাপ : আরবী স্বরধ্বনি সাকিন, তাশদীদ ও তানবীন ৩১

পঞ্চম ধাপ : আরবী বর্ণের উচ্চারণ রীতি ৩৬

ষষ্ঠ ধাপ : মাদ বা দীর্ঘ করে পড়া ৩৯

সপ্তম ধাপ : গুন্নাহ এবং নুন ও মীম সাকিন পড়ার নিয়ম ৪৬

অষ্টম ধাপ : বাক্য শেষ করার নিয়ম এবং বিরাম চিহ্ন ৫১

অনুশীলন

তাজবীদ চিহ্নসহ সূরা ফাতিহা ৫৬

তাজবীদ চিহ্নসহ সূরা কুরইশ ৫৭

তাজবীদ চিহ্নসহ সূরা ইখলাস ৫৮

তাজবীদ চিহ্নসহ সূরা নাযিয়াতের কয়েকটি আয়াত ৫৯

সূরা ফীল ৬০

সূরা মাঊন ৬১

সূরা কাউসার ৬১

সূরা কাফিরুন ৬২

সূরা নাসর ৬২

সূরা লাহাব ৬৩

সূরা ফালাক ৬৩

সূরা নাস ৬৪

নামাজের অনুশীলন

তাজবীদ চিহ্নিতসহ রুকু-সিজদার তাসবীহ, তাশাহুদ ও দরুদ শরীফ

তাকবীর, সানা, রুকু-সিজদার তাসবীহ, তাসমীহ ও তাহমীদ ৬৫
তাজবীদ চিহ্নসহ তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) ৬৭
তাজবীদ চিহ্নসহ দরুদ শরীফ ৬৮

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ

মনযিল কাকে বলে? ৭০
পারা কাকে বলে? প্রতিটি পারা'র শুরু ও শেষের আয়াত নং ৭১
কুরআনে রুকু কাকে বলে? ৭২
মাক্কী ও মাদানী সূরা কাকে বলে? ৭৩
কুরআনের কোন আয়াত প্রথম নাযিল হয়েছিলো? ৭৪
কুরআন মাজীদের কিছু পরিসংখ্যান ৭৪

কুরআন পাঠের গুরুত্ব

কুরআন পড়ার আদব ৭৫
তিলাওয়াতের সিজদা'র নিয়ম ও দোয়া ৭৭
কুরআন পড়ায় যেসব ভুল থেকে সতর্ক থাকতে হবে ৭৮
কুরআন হাদীসের আলোকে কুরআন শেখা ও পাঠের গুরুত্ব ৮০
কুরআন তিলাওয়াতে প্রশান্তি নাযিল হওয়ার একটি ঘটনা ৮২
আয়াত ভুলে গেছি বলা অপছন্দনীয় ৮৪
কুরআন পাঠকারী ও না পাঠকারী'র পার্থক্য এবং ফজিলত ৮৫
না বুঝে কুরআন পাঠ করা ৮৭

কুরআন সহজ করা হয়েছে

কুরআন আরবী ভাষায় লিখিত। তাই কুরআন পড়ার সময় আমরা ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হই। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের আরবী বর্ণমালা, আরবী স্বরচিহ্ন, আরবী স্বরধ্বনি ও আরবী বর্ণের উচ্চারণ রীতি সম্বন্ধে জানতে হবে। কিন্তু তাই বলে কুরআন পড়াকে কখনো কঠিন ভাববেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ গ্রন্থ হচ্ছে কুরআন! আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে চারবার বলেছেন **'কুরআন সহজ'**, "আর সহজ করেছি কুরআনকে উপদেশার্থে, কে আছে তা গ্রহণের ?" সূরা আল কামার ২২ ।

'সহজ উপায়ে কুরআন' পড়ার জন্য এই বইয়ে আমি ৮টি ধাপ আলোচনা করেছি। বেহেস্তের ৮টি দরজা, তাই ৮টি ধাপ নির্ধারণ করেছি। এই ধাপগুলো অনুসরণ করে যে কেউ দ্রুত কুরআন পড়তে পারবেন ইনশা'আল্লাহ। ধাপগুলো হলো ঃ

প্রথম ধাপ : আরবী বর্ণমালা ও উচ্চারণ,

দ্বিতীয় ধাপ : আরবী বর্ণের সংযুক্ত রূপ,

তৃতীয় ধাপ : আরবী স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ,

চতুর্থ ধাপ: আরবী স্বরধ্বনি সাকিন, তাশদীদ ও তানবীন,

পঞ্চম ধাপ : আরবী বর্ণের উচ্চারণ রীতি,

ষষ্ঠ ধাপ : মাদ বা দীর্ঘ করে পড়ার নিয়ম,

সপ্তম ধাপ : গুন্নাহ এবং নুন ও মীম সাকিন পড়ার নিয়ম,

অষ্টম ধাপ : বাক্য শেষ করার নিয়ম এবং বিরাম চিহ্ন।

যে কোনো ভাষা পড়ার জন্য প্রথমে সে ভাষার বর্ণগুলো চেনা এবং সেগুলোর সঠিক উচ্চারণ জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শায়খ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী বলেন ১০০% বিশুদ্ধ করে কুরআন পড়ার জন্য আরবী স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরচিহ্ন (যবর, যের ও পেশ) ও স্বরধ্বনি (সাকিন, তাশদীদ ও তানবীন) জানতে পারলে ৮০% জ্ঞান অর্জন হয়ে যায়, আর অনুশীলনের মাধ্যমে বাকি ২০% জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

আমার এই বইয়ের ৮টি ধাপ এর মধ্যে প্রথম ৪টি ধাপ জানতে পারলে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়ার জন্য সেই ৮০% জ্ঞান অর্জিত হয়ে যাবে

ইনশা'আল্লাহ এবং শেষের ৪টি ধাপ (ব্যাকরণ) জানতে পারলে পূর্ণ হবে বাকি ২০%। তাই প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারা প্রথমে আমার এই বইয়ের প্রথম ৪টি ধাপ ভালোভাবে চর্চা করবেন, তারপর শেষের ৪টি ধাপ, কারণ বর্ণ পরিচয় ও উচ্চারণ শেখার প্রথম ৮০% জ্ঞান ভালোভাবে শেখার পরই ব্যাকরণ চর্চা করা দরকার।

আশা করি, এই বইটি পড়ে পাঠক/পাঠিকাগণ সহজভাবে কুরআন পড়া শিখতে ও অন্যকে শিখাতে পারবেন ইনশা'আল্লাহ।

প্রথম ধাপ: আরবী বর্ণমালা ও উচ্চারণ

আরবীতে 'বর্ণ'কে **'হরফ'** বলা হয়। আরবী **হরফ** (বর্ণ/অক্ষর) ২৯টি। বাধাহীনভাবে কুরআন পড়ার জন্যে প্রতিটি বর্ণকে খুব ভালোভাবে চিনে নিতে হবে। বর্ণ পরিচয় সম্বন্ধে **'নিঃসংশয়'** হয়ে নিতে পারলে মনে করবেন আপনি 'কুরআন পড়া' শিক্ষার অর্ধেক (৫০ ভাগ) সম্পন্ন করে ফেলেছেন।

আরবী বর্ণমালা জানার জন্য তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে ঃ

১. বর্ণের আকৃতি চেনা
২. বর্ণের সঠিক উচ্চারণ ও
৩. একটি বর্ণের সাথে আরেকটি বর্ণের উচ্চারণ ও আকৃতিগত পার্থক্য।

বর্ণের পার্থক্য জানার জন্য আবার দুটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে ঃ

- আকৃতিগত পার্থক্য ও
- একই আকৃতি, কিন্তু নকতার (বর্ণের উপরে ও নিচে যে ফোটা দেয়া থাকে) পার্থক্য ।

আরবী বর্ণমালা ভালোভাবে চেনার জন্যে আমি এখন বিভিন্নভাবে বর্ণগুলো উপস্থাপন করবো। টেবিল-০১.ক -এ আরবী বর্ণগুলোর **‘আসল রুপ’** (বড় হাতের) উচ্চারণসহ দেয়া হলো, সময় নিয়ে প্রতিটি বর্ণ চিনে নেয়ার চেষ্টা করুন।

টেবিল-০১.ক

আরবী বর্ণমালা

د দাল	خ খ	ح হা	ج জীম	ث স্বা	ت তা ة গোল তা	ب বা	ا আলিফ
ط ত্ব	ض দ্বদ	ص ষদ	ش শীন	س সীন	ز ঝা	ر র	ذ জ্বাল
م মীম	ل লাম	ك কাফ	ق ক্বফ	ف ফা	غ গইন	ع আ’ইন	ظ য্ব
ي/ ى/ ے ইয়া				ء হামজা	ه গোল হা	و ওয়াও	ن নুন
لا = ل + ا লাম ও আলিফ বিভিন্ন স্থানে একসাথে লিখার ফলে لا এরকম দেখায়। কিন্তু এখানে কোন যুক্ত উচ্চারণ করা হয়							

না, সবসময় ডান দিক থেকে ‘ডানেরটি লাম’ আর ‘বামেরটি আলিফ’।

বর্ণের মাখরাজ বা ‘উচ্চারণের স্থান’ পরিচিতি

আরবী বর্ণগুলো ঠোঁট, মুখ, জিহ্বা ও গলার যেসব স্থান থেকে উচ্চারিত হয় সেসব স্থানকে **‘মাখরাজ’** বলা হয়। ২৯টি হরফ মুখ ও গলার মোট **১৭টি স্থান** থেকে উচ্চারিত হয়। তাই আরবী বর্ণমালার ‘মাখরাজ’ ১৭টি। কিছু বর্ণের উচ্চারণগত সাদৃশ্য থাকায় ‘সেইসব বর্ণের’ মাখরাজ বা উচ্চারণ ভালোভাবে বুঝে নেয়া অত্যন্ত জরুরী, যেমন স্বা, সিন, শীন, ষদ বর্ণগুলোর উচ্চারণ বাংলা ‘স’ এর মতো, তাই এগুলোর সঠিক ‘মাখরাজ’ বা উচ্চারণের নিয়ম না জেনে নিলে, কুরআন পড়ার সময় যদি এক বর্ণের উচ্চারণ আরেক বর্ণের মতো হয়ে যায় তাহলে আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হয়ে যাবে। আর কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে এটা খুব ‘বড় ভুল’ (লাহনে জালী) বলে বিবেচিত হয়। তবে ভয় পেয়ে থেমে যাবেন না! ‘মাখরাজ’ শেখার সব থেকে সহজ উপায় হলো বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত শোনা, এবং যখন যে অংশের তিলাওয়াত শুনবেন তখন সামনে কুরআন খুলে রেখে পাঠকারীর সাথে তা মিলিয়ে নেয়া।

১৭টি মাখরাজ ৫ স্থানে অবস্থিত ঃ (ক) কন্ঠনালী, (খ) জিহ্বা, (গ) উভয় ঠোঁট, (ঘ) নাকের বাঁশি ও (ঙ) মুখের খালি জায়গা। নিচে ২৯টি হরফের ১৭টি মাখরাজ (উচ্চারণ স্থান) উল্লেখ করা হলো।

কন্ঠনালী হতে ৩টি মাখরাজে ৬টি হরফ

১। কন্ঠনালীর শুরু থেকে ه - ء উচ্চারণ হয়।

২। কন্ঠনালীর মধ্যখান থেকে ح - ع উচ্চারণ হয়।

৩। কণ্ঠনালীর শেষ থেকে غ - خ উচ্চারণ হয়।

জিহ্বা হতে ১০টি মাখরাজে ১৮টি হরফ

৪। জিহ্বার গোড়া এবং তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে ق উচ্চারণ হয়।

৫। জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুতে লাগিয়ে ك উচ্চারণ হয়।

৬। জিহ্বার মধ্যখান এবং তার বরাবর উপরের তালুতে লাগিয়ে ج ش ي উচ্চারণ হয়।

৭। জিহ্বার গোড়ার কিনারা এবং উভয় পাশ থেকে বা এক পাশ থেকে ض উচ্চারিত হয়।

৮। দাঁতের সংলগ্ন তালু এবং জিহ্বার আগার কিনারা থেকে ل উচ্চারণ হয়।

৯। দাঁতের সংলগ্ন তালু এবং জিহ্বার আগার কিনারা থেকে ن উচ্চারণ হয়।

১০। দাঁতের সংলগ্ন তালু এবং জিহ্বার আগার পিঠ থেকে ر উচ্চারিত হয়।

১১। দাঁতের গোড়া এবং জিহ্বার আগা থেকে ت د ط উচ্চারিত হয়।

১২। দাঁতের আগা এবং জিহ্বার আগা থেকে ث ذ ظ উচ্চারিত হয়।

১৩। জিহ্বার আগা, দাঁতের আগা এবং দাঁতের সাহায্যে ص س ز উচ্চারিত হয়।

উভয় ঠোঁটে ২টি মাখরাজে ৪টি হরফ অবস্থিত

১৪। দাঁতের আগা এবং নিচের ঠোঁটের পেট থেকে ف উচ্চারিত হয়।

১৫। উভয় ঠোঁটের ভিজা অংশ থেকে ب এবং শুকনা অংশ থেকে م এবং উভয় ঠোঁট গোল করে মধ্যে একটু ফাঁকা রেখে و উচ্চারিত হয়।

১৬। মুখের খালি জায়গা থেকে উচ্চারিত হয় 'মাদে'র হরফ ي و ا ।

১৭। নাকের বাঁশি থেকে উচ্চারতি হয় ن م و ي (উল্লেখ্য যে, যখন কোন অক্ষর একাধিক জায়গা থেকে উচ্চারিত হয়, তখন ঐ অক্ষরের মাখরাজও একাধিক হয়। যেমন و ي এর মাখরাজ ১৬ ও ১৭।

[ভালোভাবে মাখরাজ শেখার জন্যে শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে জানে এমন কারো সহযোগিতা নিন এবং বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত শুনুন]

অনুশীলন

আরবী বর্ণগুলো সঠিকভাবে চেনার জন্যে নিচে বর্ণগুলোকে ছকের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ء

টবিল-০১.খ

আরবী বর্ণমালা (বাংলা উচ্চারণ ছাড়া)

নিজেকে যাচাই করুন

د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا

					ة		
ط	ض	ص	ش	س	ز	ر	ذ
م	ل	ك	ق	ف	غ	ع	ظ
لا	ي/ ى/ ے			ء	ه	و	ن

আরবী ২৯টি বর্ণমালার মধ্যে **নকতাবিহীন বর্ণ ১৪টি** এবং **নকতাযুক্ত বর্ণ ১৫টি**। বর্ণের উপরে ও নিচে যে ফোটা দেয়া থাকে তাকে 'নকতা' বলা হয়। নকতা এক, দুই ও তিন সংখ্যার হয়ে থাকে। ১৫টি নকতাযুক্ত বর্ণের মধ্যে উপরে নকতাযুক্ত বর্ণ ১২টি এবং নিচে নকতাযুক্ত বর্ণ ৩টি। নিচে নকতাযুক্ত বর্ণ তিনটি হলো ঃ ب ج ي । তাহলে আরবী বর্ণ চেনার জন্য নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে ঃ

- **আরবী বর্ণ ২৯টি**
- **নকতাবিহীন বর্ণ ১৪টি**
- **নকতাযুক্ত বর্ণ ১৫টি**

আরবী বর্ণে ব্যবহৃত নকতার সংখ্যার পার্থক্য অনুসারে বর্ণগুলো উপস্থাপন করা হলো ঃ

নকতাবিহীন ১৪টি বর্ণ

ط ত্ব	ح হা	د দাল	ر র	س সীন	ص ষদ	ا আলিফ

ع আইন	ك কাফ	ل লাম	م মীম	و ওয়াও	ه হা	ء হামজা

নকতাযুক্ত ১৫টি বর্ণ

ب বা	(ة) ت (গোল তা) তা	ث স্বা	ج জীম	خ খ	ذ জ্বাল	ز ঝা	ش শীন
	ض দ্বদ	ظ য্ব	غ গইন	ف ফা	ق ক্বফ	ن নুন	ي ইয়া

এক নকতাযুক্ত ১০টি বর্ণ

ب বা	ج জীম	خ খ	ذ জ্বাল	ز ঝা	ض দ্বদ	ظ য্ব	غ গইন	ف ফা	ن নুন

দুই নকতাযুক্ত ৩টি বর্ণ

(ة) ت (গোল তা) তা	ق ক্বফ	ي ইয়া

তিন নকতাযুক্ত ২টি বর্ণ

ث স্বা	ش শীন

নিচের এলোমেলো বর্ণগুলো পড়ুন (যেগুলোর আকৃতিগত মিল আছে, সেগুলো পাশাপাশি সাজানো আছে) এবং নিজেকে যাচাই করুন। যেসব বর্ণ চিনতে সমস্যা হচ্ছে সেগুলো পূর্বে দেখানো **‘টেবিল-০১.ক’** থেকে পুনরায় চিনে নিন।

ا	ل	ك

ب	ن

ج	ح	خ

د	ذ

ر	ز

س	ش

ص	ض

ط	ظ

ع	غ

ف	ق

م	و	ه	ء

টেবিল - ২

নিচের **এলোমেলো** বর্ণগুলো পড়ুন এবং নিজেকে যাচাই করুন যেসব বর্ণ চিনতে সমস্যা হচ্ছে সেগুলো পূর্বে দেখানো **‘টেবিল-০১.ক’** থেকে পুনরায় চিনে নিন।

ر	ب	س	ث	ج	ص	ط	ع
ذ	ا	ز	(ة)	ش	ح	ض	خ
ظ	د	غ	ف	ه	ك	ي	و
ن	م	ل	ق	ء	لا	ے	ة

২য় ধাপ আরবী বর্ণগুলোর সংযুক্ত রূপ

আরবী বর্ণ চেনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো 'বর্ণ'গুলোর বিভিন্ন রুপ সম্বন্ধে নি:সংশয় হওয়া। ইংরেজী বর্ণগুলো যেরকম শব্দ/বাক্যের শুরুতে 'বড় হাতের' (Capital letter) ও শব্দ/বাক্যের মধ্যে 'ছোট হাতের' (Small letter) হিসাবে **'দুই রকম রুপে'** লিখা হয়, তেমনি আরবী বর্ণগুলোও শব্দের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে কিছুটা 'ভিন্ন ভিন্ন রুপে' লিখা হয়। **'অবস্থানের'** উপর নির্ভর করে আরবী বর্ণের এইসব পরিবর্তিত 'রুপ' নিয়ে এই ধাপে আলোচনা করো হলো।

আরবী শব্দ গঠন পদ্ধতি

আরবী ভাষায় 'শব্দ গঠন' করার সময় একটি বর্ণের সাথে পরের বর্ণটি সংযুক্ত করা থাকে। সংযুক্ত বর্ণগুলো আমাদেরকে **'বর্ণের আকৃতি'** ও **'নকতা' দ্বারা** চিনতে হবে। একটি বর্ণ সংযুক্ত হবার সময় **'প্রথমে অবস্থান'** করলে এক রকম, **'মাঝে অবস্থান'** করলে আরেক রকম এবং **'শেষে অবস্থান'** করলে অন্য আরেক রকম 'রূপ' বা আকৃতি'র হয়। **টেবিল-৩** -এ আরবী বর্ণের আকৃতি শব্দের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে কেমন হয় তা দেখানো হলো। উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত হবার সময় কিছু কিছু বর্ণ পরিবর্তিত হয় না। একটি বর্ণের সাথে অন্য একটি বর্ণ সংযুক্ত হবার সময়, বর্ণটি চার প্রকারে সংযুক্ত হয় যথা ঃ

১) পরিবর্তন হয় না,
২) উপরের অংশ থাকে, নিচের অংশ থাকে না,
৩) প্রথম অংশ থাকে, শেষের অংশ থাকে না, এবং
৪) পুরোটাই পরিবর্তন হয়।

কিছু উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১) পরিবর্তন হয় না

আরবী বর্ণ সংযুক্ত হবার সময় ৯টি বর্ণের আকৃতি পরিবর্তন হয় না। সেগুলো হলো ঃ ا د ذ ر ز ط ظ و ء

উদাহরণস্বরুপ নিচের الله শব্দে দেখা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত হবার সময় ا (আলিফ) বর্ণটি পরিবর্তিত হয়নি ।

আল্লাহ	الله

২) উপরের অংশ থাকে, নিচের অংশ থাকে না

আরবী বর্ণ সংযুক্ত হবার সময় ১৩ টি বর্ণের উপরের অংশ থাকে, কিন্তু নিচের অংশ থাকে না।

সেগুলো হলো ঃ ج ح خ س ش ص ض ع غ ف ق ل م

এই ১৩ টি বর্ণের পরিবর্তিত রূপ অর্থাৎ শব্দের প্রথমে, মাঝে ও শেষে থাকলে যেমন দেখায় তা নিম্নে দেখানো হলো। **ডান দিক থেকে পড়তে হবে ঃ**

ج = ججج

ح =ححح

خ = خخخ

س = سسس

ش = ششش

ص = صصص

ض = ضضض

ع = عـعـع

غ = غـغـغ

ف = فـفـف

ق = قـقـق

ل = لـلـل

م = مـمـم

৩) প্রথম অংশ থাকে, শেষের অংশ থাকে না

আরবী বর্ণ সংযুক্ত হবার সময় ৫ টি বর্ণের প্রথম অংশ থাকে, কিন্তু শেষের অংশ থাকে না । সেগুলো হলো ঃ

ب ت ث ن ي

এই ৫টি বর্ণের পরিবর্তিত রূপ অর্থাৎ শব্দের প্রথমে, মাঝে ও শেষে থাকলে কেমন দেখায় তা নিচে দেখানো হলো। **ডান দিক থেকে পড়তে হবে।**

ب = ببب

ت = تتت

ث = ثثث

ن = ننن

ي = ييي

৪) পুরোটাই পরিবর্তন হয়

আরবী বর্ণ সংযুক্ত হবার সময় ت ك ه ي এই ৪টি বর্ণ মাঝে মাঝে পুরোটাই পরিবর্তন হয়ে যায়। এর মধ্যে ت শব্দের শেষে 'গোল তা' ة হয়ে যায়, এবং অন্য তিনটি বর্ণ নিম্নোক্ত রুপ ধারন করে:

ك = < كـ

ه = < هـ / ـهـ / ـه

ي = < ى/ يـ

এই ৪ টি বর্ণের পরিবর্তিত রূপ বা আকৃতি শব্দের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে কেমন হয় তা নিম্নে দেখানো হলো। ডান দিক থেকে পড়তে হবে।

ت = تـتـة

ك = كـكـك

ه = هـهـه

ي = يـيـى

টেবিল - ৩

নিচের টেবিলে 'সবগুলো আরবী বর্ণের আকৃতি' শব্দের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে কেমন হয় তা দেখানো হলো।

পরিবর্তন হয় না এরূপ ৯টি বর্ণের ঘরগুলো ফাঁকা রাখা হয়েছে।

[ডান দিক থেকে পড়তে হবে]

শব্দের প্রথমে শেষে ও মধ্যে	শব্দের শেষে	শব্দের মধ্যে	শব্দের প্রথমে	আরবী বর্ণ
			ا	আলিফ ا
بـبـب	ـب	ـبـ	بـ	বা ب
تـتـت/ تـتـة	ـت / ـة	ـتـ	تـ	তা ت
ثـثـث	ـث	ـثـ	ثـ	স্বা ث

جـجـج	ـج	ـجـ	جـ	জীম ج
حـحـح	ـح	ـحـ	حـ	হা ح
خـخـخ	ـخ	ـخـ	خـ	খ خ
				দাল د
				জ্বাল ذ
				র ر
				ঝা ز
سـسـس	ـس	ـسـ	سـ	সীন س
شـشـش	ـش	ـشـ	شـ	শীন ش
صـصـص	ـص	ـصـ	صـ	ষদ ص
ضـضـض	ـض	ـضـ	ضـ	দ্বদ ض
শব্দের প্রথমে শেষে ও মধ্যে	শব্দের শেষে	শব্দের মধ্যে	শব্দের প্রথমে	আরবী বর্ণ
				য্ব ظ
عـعـع	ـع	ـعـ	عـ	আইন ع
غـغـغ	ـغ	ـغـ	غـ	গইন غ
فـفـف	ـف	ـفـ	فـ	ফা ف
قـقـق	ـق	ـقـ	قـ	ক্বফ ق
كـكـك	ـك	ـكـ	كـ	কাফ ك

لــلــل	ـل	ـلـ	لـ	লাম ل
مــمــم	ـم	ـمـ	مـ	মীম م
نــنــن	ـن	ـنـ	نـ	নুন ن
				ওয়াও و
هــهــه	ـه	ـهـ	هـ	গোল হা ه
				হামজা ء
يــيــي/ يــيــى	ـي / ى	ـيـ	يـ	ইয়া ي

<u>সংযুক্ত বর্ণ চেনার আরো কিছু উপায়</u>

১) বেশির ভাগ বর্ণ শব্দের শেষে ব্যবহৃত হলে, পূর্ণ চিহ্নের থাকে। যেমন নিচের উদাহরণে শব্দের শেষে **س** পূর্ণ চিহ্নে ব্যবহৃত হয়েছে।

س + ب + ى + ن + س = سنيبس

২) নকতাযুক্ত বর্ণ, নকতাবিহীন বর্ণ এবং বর্ণের গঠন মনে রাখতে হবে। উল্টা '**v**' অথবা 'আলে'র মতো **'খাড়া দাগ'** অথবা **'গোল বৃত্ত'** এর উপরে ও নিচে নকতা দেখে বর্ণ চিনতে হবে, উদাহরণস্বরুপ:

س+ ب+ ى+ ن+ **ف** = فنيبس

৩) সংযুক্ত অবস্থাতে আলিফ ا এবং লাম ل কিভাবে চিনবেন?

সংযুক্ত হবার সময় শব্দের প্রথমে ও মাঝে লাম ل এর নিচের অংশ থাকে না, তাহলে সংযুক্ত অবস্থাতে আলিফ ا ও লাম ل কিভাবে চিনবেন?

- আলিফ এর পর (বাম পাশ) ফাঁকা থাকে। অর্থাৎ আলিফ ا এর পর বর্ণ সংযুক্ত থাকে না।
- কিন্তু লাম এর বাম পাশ ফাঁকা থাকে না, অর্থাৎ শব্দের প্রথমে ও মাঝে লাম ل এর সাথে পরের বর্ণটি সংযুক্ত থাকে এবং শব্দের শেষে লাম ل অপরিবর্তিত থাকে। নিচের উদাহরণে **কালো** চিহ্নিত **আলিফ** ও **লাম** বর্ণ দুটি কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে লক্ষ করুন:

هُوَالَّذِیٓ اَنْزَلَ...

৪) সংযুক্ত অবস্থাতে লাম ل ও দাল د কিভাবে চিনবেন ?

লাম ل ও দাল د শব্দের শেষে থাকলে অনেক সময় একইরকম মনে হয়। বর্ণ দুটি চেনার জন্যে মনে রাখতে হবে **'লাম'** অপেক্ষাকৃত সোজা ও বড় আকৃতির হয় অন্যথায় **'দাল'** অপেক্ষাকৃত বাঁকা ও ছোট আকৃতির হয়। নিচের উদাহরণে কালো বর্ণ দুটি লক্ষ করুন:

.....أولادلين

৫) সংযুক্ত অবস্থাতে নুন ن ও ফা ف বর্ণ দুটি কিভাবে চিনবেন?

'আলে'র মতো **'খাড়া দাগ'** (অনেকটা ইংরেজী ছোট হাতের 'আই' এর মতো) এর উপরে 'এক নকতা' দেখে চিনতে হবে নুন ن, আর

‘খাড়া দাগের’ উপরের অংশের গোলাকৃতির (অনেকটা হাতে লিখা ‘৩’ এর মতো) উপর এক নকতা দেখে চিনতে হবে ফা ف বর্ণটি। নিচের উদাহরণে কালো বর্ণ দুটি লক্ষ করুন, ডান থেকে প্রথমটি **‘নুন’** ও দ্বিতীয়টি **‘ফা’**।

سنفنى = س + ن + ف + ن + ى

৬) সংযুক্ত অবস্থাতে তা ت, ক্বফ ق এবং ইয়া ي বর্ণ কিভাবে চিনবেন?

‘আলে’র মতো ‘খাড়া দাগ’ এর ‘উপরে দুই নকতা’ দেখে চিনতে হবে ‘তা’ ت, আর ‘আলে’র মতো দাগ এর ‘নিচে দুই নকতা’ দেখে ইয়া ي এবং **‘মাথা গোল’** এর ‘উপরে দুই নকতা’ দেখে চিনতে হবে ‘ক্বফ’ ق বর্ণ। নিচের, আয়াতে ‘মুস্তাক্বিম’ শব্দে ‘তা’, ‘ক্বফ’ এবং ‘ইয়া’ পাশাপাশি এক সাথে দেখতে পাবেন। উদাহরণ ঃ

تيقى = ت + ق + ى

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾

সূরা ফাতিহা

৭) সংযুক্ত অবস্থাতে ـمـ মীম ও ষদ ـصـ বর্ণ কিভাবে চিনবেন ?

‘মীম’ এবং ‘ষদ’ যখন শব্দের মাঝখানে থাকে, তখন ‘মীম’ ـمـ এর মাথা হয় কিছুটা বৃত্তের মতো গোলাকৃতির, কিন্তু ‘ষদ’ ـصـ

এর মাথা হয় অপেক্ষাকৃত কম গোলাকৃতির। নিচের উদাহরণে কালো বর্ণ দুটি লক্ষ করুন।

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ﴿٦﴾

৮) সংযুক্ত অবস্থাতে আইন ع ও গইন غ বর্ণ কিভাবে চিনবেন?

শব্দের মাঝখানে 'আইন' ـعـعـعـ ও 'গইন' ـغـغـغـ এর 'মাথার গোল' অংশটুকু ভরাট হয়, কিন্তু অন্য বর্ণের 'মাথার গোল' ভরাট হয় না। যেমন মীম ـمـ ও ষদ ـصـ এর 'গোল' ভরাট হয় না, 'গোল বৃত্ত' এর মাঝখানে ফাঁকা (সাদা অংশ) থাকে।

নিম্নে আরো কিছু বর্ণের সংযুক্ত রুপ দেখানো হলো :

بفسصط = ب + ف + س + ص + ط

يب = ي + ب

جل = ج + ل

لا = ل + ا

সংযুক্ত বর্ণ চেনার অনুশীলন

আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, ৪৮ নম্বর সূরা ফাতাহ এর ২৯ নম্বর আয়াতে আরবী ২৯টি বর্ণই আছে। যেমন ইংরেজিতে সর্বাধিক পরিচিত pangram হলো "The quick brown fox jumps over

the lazy dog" , যা প্রায়শই টাচ-টাইপিং অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই প্রিয় পাঠক/পাঠিকা আপনি নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি বারবার অনুশীলন করুন এবং নিজেকে যাচাই করুন আরবী ২৯টি বর্ণই সংযুক্ত অবস্থাতে চিনতে পারছেন কিনা।

সূরা ফাতাহ এর ২৯ নাম্বার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز
سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ
ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۚ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْاِنْجِيْلِ ۛۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ
الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ
مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۧ (২৯)

৩য় ধাপ আরবী স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ ও স্বরচিহ্ন

আরবী ভাষার স্বরবর্ণ ৩টি ي و ا , এই তিনটি বর্ণ ছাড়া বাকী ২৬টি ব্যঞ্জন বর্ণ। এই স্বরবর্ণ ৩টি থেকেই নিসৃত হয়েছে যবর, যের ও পেশ নামে ৩টি স্বরচিহ্ন। এই স্বরচিহ্ন ৩টিকে **'হরকত'** বলা হয়। নিচে চিহ্নগুলোর স্বরুপ দেখানো হলো।

ا = যবর (ـَ) যবর এর কাজ বাংলা " া " এর মতো।

ي = যের (ـِ) যের এর কাজ বাংলা " ি " এর মতো।

و = পেশ (ـُ) পেশ এর কাজ বাংলা " ু " এর মতো।

<u>বর্ণের সাথে হরকতের (স্বরচিহ্নের) উদাহরণ</u>

بَ = 'বা' যবর 'বা'।

بِ = 'বা' যের 'বি'।

بُ = 'বা' পেশ 'বু'।

تَ = 'ত্বা' যবর 'ত্বা'।

تِ = 'ত্বা' যের 'ত্বি'।

تُ = 'ত্বা' পেশ 'ত্বু'।

<u>টেবিল - ৪</u>

যবর, যের ও পেশের (হরকতের) উচ্চারণ

কিছু বর্ণ আছে যেগুলোর সাথে 'যবর' ব্যবহার হলেও ' া ' আকার

উচ্চারণ হয় না। নিচের টেবিলে সেসব বর্ণগুলো خ ر ص ض ط ظ غ ق বন্ধনীর মধ্যে হাইলাইট করে দেয়া হলো।

বর্ণ	যবর ـَ	যের ـِ	পেশ ـُ		বর্ণ	যবর ـَ	যের ـِ	পেশ ـُ
ا	আ	ই	উ		ط	(ত্ব)	ত্বি	ত্বু
ب	বা	বি	বু		ظ	(য্ব)	যি	যু
ت	তা	তি	তু		ع	আ	ই	উ
ث	স্ব	স্বি	স্বু		غ	(গ)	গি	গু
ج	জা	জি	জু		ف	ফা	ফি	ফু
ح	হা	হি	হু		ق	(ক্ব)	ক্বি	ক্বু
خ	(খ)	খি	খু		ك	কা	কি	কু
د	দা	দি	দু		ل	লা	লি	লু
ذ	জ্বা	জ্বি	জ্বু		م	মা	মি	মু
ر	(র)	রি	রু		ن	না	নি	নু
ز	ঝা	ঝি	ঝু		و	ওয়া	য়ি	য়ু
س	সা	সি	সু		ه	হা	হি	হু
ش	শা	শি	শু		ء	আ	ই	উ
ص	(ষ)	ষি	ষু		ي	ইয়া	ই	ইউ
ض	(দ্ব)	দ্বি	দ্বু					

কঠিন উচ্চারণগুলো পুনরায় উল্লেখ করা হলো ঃ

وَ = ওয়াও যবর **‘ওয়া’** (দুই ঠোঁট না লাগিয়ে ‘ব’ উচ্চারণের মতো)।

يَ = ইয়া যবর **‘ইয়া’** ।

وِ = ওয়াও যের **‘য়ি’** (দুই ঠোঁট না লাগিয়ে ‘বি’ উচ্চারণের মতো ।

يِ = ইয়া যের **‘ই’** ।

وُ = ওয়াও পেশ **‘য়ু’** (দুই ঠোঁট না লাগিয়ে ‘বু’ উচ্চারণের মতো) ।

يُ = ইয়া পেশ **‘ইউ’** ।

৪র্থ ধাপ আরবী স্বরধ্বনি সাকিন তাশদীদ ও তানবীন

আরবী স্বরধ্বনি তিনটি। যথা ঃ

(১) সাকিন,
(২) তাশদীদ ও
(৩) তানবীন।

মূলত এই তিনটি **'স্বরধ্বনি'** এবং তৃতীয় ধাপে আলোচিত তিনটি **'স্বরচিহ্ন'** (যের, যবর, পেশ) সহযোগেই শব্দগুলি গঠিত হয়ে থাকে। যার ফলে এগুলোর স্বরুপ সম্বন্ধে ভালোভাবে জেনে নেয়া কর্তব্য।

(১) সাকিন ঃ

এই ^ চিহ্নটিকে 'সাকিন' বলা হয়। 'সাকিন' বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন, সুকুন, যজম, সাকিন ইত্যাদি, কিন্তু তাই বলে এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যে 'নামে'ই ডাকা হোক 'সব সাকিনে'র কাজ একই। 'সাকিনে'র কাজ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'হসন্ত' (্) চিহ্নের মতো। 'হসন্ত' যেমন একটি বর্ণকে তার 'বাম' পাশের বর্ণটি 'সহযোগে' উচ্চারণ করায়, 'সাকিন' তেমনি একটি বর্ণকে তার 'ডান' পাশের বর্ণ 'সহযোগে' উচ্চারণ করায়, উদাহরণস্বরুপ, **'হসন্ত'** সহযোগে বাংলা **'আম্'** এর আরবী রুপ 'সাকিন' সহযোগে اَمْ ।

বিভিন্ন রকম চেহারার সাকিন ঃ

'সাকিনে'র একাধিক নামের মতো এর 'একাধিক চেহারা' বা 'রুপ'ও দেখা যায়। এটার কারণ আসলে 'ফন্ট', যেমন এই **'ফন্ট'** ও **'ফন্ট'** শব্দ দুটি একই, কিন্তু দুটিকে দুই'রকম দেখাচ্ছে,

এটার কারণ প্রথমটিতে ব্যবহার করা হয়েছে **‘সুত্বন্নী এমজে’** নামের একটি ফন্ট, আর দ্বিতীয়টিতে ব্যবহৃত হয়েছে **‘চারু’** নামের একটি ফন্ট, কিন্তু এই পরিবর্তনরে ফলে ‘ফন্ট’ শব্দটির ‘অর্থবোধে’ নিশ্চয় কোন পরবির্তন হয়নি। তাই যখন কুরআন মাজীদ পড়বেন তখন প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নেবেন সেখানে **‘সাকিন’** কোন **‘রুপে’** উপস্থাপিত হয়েছে। সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিমোক্ত চেহারা’র সাকিন ব্যবহৃত হয় ঃ

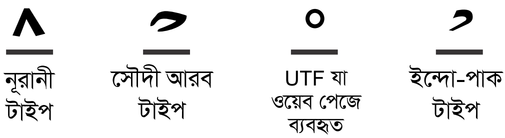

নিচের উদাহরণে **‘আম্’** শব্দটি সবরকম সাকিনে দেখানো হলো:

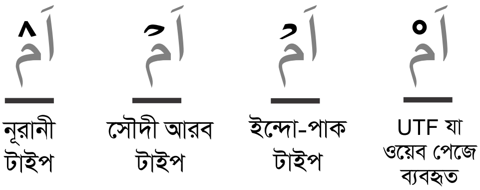

‘সাকিন’ সহযোগে শব্দ গঠনের উদাহরণ ঃ

اَمْ = আলিফ মিম যবর আম্,

اَنْ = আলিফ নুন যবর আন্,

مِنْهُمْ = ‘মিম’ ‘নুন’ যের ‘মিন্’ + হা মিম পেশ ‘হুম’ = মিন্হুম,

وَانْحَرْ = 'ওয়াও' 'নুন' যবর 'ওয়ান্' + 'হা' 'র' যবর হার = ওয়ান্‌হার,

(২) তাশদীদ ঃ

ইংরেজী W এর মতো এই ّ চিহ্নটিকে 'তাশদীদ' বলা হয়। কোন বর্ণের উপর **'তাশদীদ'** ّ থাকলে সেই **বর্ণটি দু'বার** উচ্চারণ করতে হয়। 'তাশদীদ', একটি বর্ণকে তার 'ডান দিকের বর্ণে'র সাথে যুক্ত উচ্চারণ করিয়ে আবার **'তাশদীদ বর্ণের উপর'** যে যবর, যের, পেশ ইত্যাদি থাকে তাকেও উচ্চারণ করায়। নিচের উদাহরটিতে দেখুন **'মীম'** বর্ণটির 'তাশদীদ' তার আগের বর্ণ **'আলিফ'**কে 'মীমে'র সাথে যুক্ত করে **'প্রথমবার'** উচ্চারণ করিয়েছে **'আম্'** এরপর পুনরায় 'তাশদীদে'র উপরে যে 'যবর' আছে সেটা ধরে **'দ্বিতীয়বার'** উচ্চারণ করিয়েছে **'মা'**। তাহলে 'তাশদীদ' এখানে **'মীমকে দুই'**বার উচ্চারণ করিয়ে গঠন করলো **'আম্‌মা'**।

উদাহরণ ঃ أَمَّ আলিফ মীম **যবর** 'আম', মীম **যবর** 'মা' = **আম্‌মা**।

আরো কিছু উদাহরণ ঃ

ثُمَّ = 'স্বা' 'মীম' পেশ 'স্বুম্' + 'মীম' যবর 'মা' = স্বুম্‌মা,

اِنَّ = 'আলিফ' 'নুন' যের 'ইন্' + 'নুন' যবর 'না' = ইন্‌না।

(৩) তানবীন ঃ

ـً ـٍ ـٌ দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে **তানবীন** বলা হয়। তানবীনের মধ্যে **'একটি সাকিন যুক্ত নুন' (نْ)** উহ্য অবস্থায় থাকে, যা উচ্চারণের সময় প্রকাশ পায়। কুরআনে **'নুন**

সাকিন'কে সংক্ষিপ্ত করে 'দুই যবর', 'দুই যের' ও 'দুই পেশ' এর মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তানবীন বা نْ 'নুন সাকিন' ইখফা, ইদগম, ইকলাব ও ইজহার এই চার নিয়মে পড়তে হয়। পরবর্তীতে ৭ম ধাপে নিয়ম ৪টি আলোচনা করা হয়েছে। নিচে তানবীনের **'ভগ্নাংশ'** দেখানো হলো।

مً = মীম নুন যবর 'মান্' مَنْ

مٍ = মীম নুন যের 'মিন্' مِنْ

مٌ = মীম নুন পেশ 'মুন্' مُنْ ।

টেবিল ৫

সকল বর্ণের সাথে দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশের (তানবীনের) উচ্চারণ। 'মোটা' উচ্চারণ অর্থাৎ যেগুলোতে 'যবর' দিলেও ' া ' আকার উচ্চারণ হয় না সেগুলোকে হাইলাইট করে দেয়া হয়েছে।

বর্ণ	দুই যবর (ً)	দুই যের (ٍ)	দুই পেশ (ٌ)		বর্ণ	দুই যবর (ً)	দুই যের (ٍ)	দুই পেশ (ٌ)
ا	আন	ইন	উন		ط	(ত্বন)	ত্বিন	ত্বুন
ب	বান	বিন	বুন		ظ	(য্বন)	য্বিন	য্বুন
ت	তান	তিন	তুন		ع	আ'ন	ই'ন	উ'ন
ث	স্বান	স্বিন	স্বুন		غ	(গন)	গিন	গুন

ج	জান	জিন	জুন		ف	ফান	ফিন	ফুন
ح	হান	হিন	হুন		ق	(ক্বন)	ক্বিন	ক্বুন
خ	(খন)	খিন	খুন		ك	কান	কিন	কুন
د	দান	দিন	দুন		ل	লান	লিন	লুন
ذ	জ্বান	জ্বিন	জ্বুন		م	মান	মিন	মুন
ر	(রন)	রিন	রুন		ن	নান	নিন	নুন
ز	ঝান	ঝিন	ঝুন		و	ওয়ান	য়িন	য়ুন
س	সান	সিন	সুন		ه	হান	হিন	হুন
ش	শান	শিন	শুন		ء	আন	ইন	উন
ص	(ষন)	ষিন	ষুন		ي	ইয়ান	ইন	ইউন
ض	(দ্বন)	দ্বিন	দ্বুন					

কঠিন উচ্চারণগুলো পুনরায় উল্লেখ করা হল ঃ

وً = ওয়াও দুই যবর ‘ওয়ান’।

يً = ইয়া দুই যবর **‘ইয়ান’**।

وٍ = ওয়াও দুই যের **‘য়িন’** (দুই ঠোঁট না লাগিয়ে ‘বিন’ উচ্চারণের মতো)।

يٍ = ইয়া দুই যের ‘ইন’।

وٌ = ওয়াও দুই পেশ **‘য়ুন’** (দুই ঠোঁট না লাগিয়ে ‘বুন’ উচ্চারণের মতো)।

يٌ = ইয়া দুই পেশ **‘ইউন’**।

৫ম ধাপ আরবী বর্ণের উচ্চারণ রীতি

আরবী বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

(১) আল্লাহ শব্দের উচ্চারণ ঃ

আল্লাহ **اللّٰه** শব্দের লাম ل দুইভাবে উচ্চারিত হয়, যেগুলোকে **'মোটা'** ও **'পাতলা'** উচ্চারণ বলা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে কিন্তু অন্য কোন শব্দের কথা বলা হচ্ছে না, শুধুমাত্র **আল্লাহ** শব্দের কথা বলা হচ্ছে। **আল্লাহ** শব্দের ل 'লামে'র ডান পাশে **'যবর'** অথবা **'পেশ'** থাকলে, লাম ل -কে মোটা করে পড়তে হয় (মোটা অর্থ 'লাম' এর সাথে া- আকার যুক্ত হবে না, ' ল্ল ' পড়তে হবে) এবং আল্লাহ শব্দের ل 'লামে'র ডান পাশে **'যের'** থাকলে, পাতলা করে পড়তে হবে (পাতলা অর্থ লাম এর সাথে া- আকার যুক্ত হবে, ' ল্লা ' পড়তে হবে)। উদাহরণ ঃ

মোটা উচ্চারণ	
আল্লহ ('ল্ল' এর সাথে ' া ' আকার হবে না, যেহেতু 'লাম' এর আগে 'যবর' আছে)।	اَللّٰه
রসুলুল্লহ ('ল্ল' এর সাথে ' া ' আকার হবে না, যেহেতু 'লাম' এর আগে 'পেশ' আছে)।	رَسُوْلُ اللّٰه
পাতলা উচ্চারণ	

বিসমিল্লাহ (‘ল্ল’ এর সাথে ‘ া ’ আকার হবে, যেহেতু ‘লাম’ এর আগে ‘যের’ আছে)।	بِسۡمِ اللهِ

(২) সাকিন ও তাশদীদ পাশাপাশি থাকলে ঃ

সাকিনের বামে তাশদীদ থাকলে সাকিন না পড়ে তাশদীদ পড়তে হয়। উদাহরণ ঃ

اَلۡ جَّ = আজ্জা। এখানে ‘লাম সাকিন’ পড়তে হবে না, পড়তে হবে আলিফ জীম যবর ‘আজ’, জীম যবর ‘জা’ ‘আজ্জা ’।

مِنۡ لَّدُنكَ = মিল্লাদুনকা। এখানে ‘নুন সাকিন’ পড়তে হবে না, পড়তে হবে ‘মিম লাম যের’।

(৩) হরফের উপর হরফ ঃ

একটি হরফের উপর অন্য হরফ লিখা থাকলে উপরের হরফটি পড়তে হয়। উদাহরণঃ

مِنۢ بَ শব্দটিকে ‘মিন্‌বা’ না পড়ে, পড়তে হবে ‘মিম্‌বা’ কারণ শব্দটিতে নুনের উপর ছোট একটি ‘মীম’ চিহ্ন দিয়ে ‘ নুনকে মীম পড়ার জন্যে’ নির্দেশনা দেয়া আছে। একে নুন সাকিনের **‘ইকলাব’** বলা হয় যা পরবর্তীতে ৭ম ধাপে আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) কলকলা ঃ

কলকলার হরফ ৫টি। যথা ঃ- বা **ب**, ক্বফ **ق**, ত্ব **ط**, জীম **ج** ও দাল **د**। এই বর্ণগুলোর যেকোনোটির উপর যখন সাকিন থাকবে **بۡ قۡ طۡ جۡ دۡ** তখন এগুলোর উচ্চারণ **‘একবার প্রতিধ্বনির’** মতো করতে

হয়। একেই ‘কলকলা’ বলা হয়। অনেকটা, যুক্ত উচ্চারণ না করে ‘আব্ব্’ ‘আদ্দ্’ বললে যেরকম শোনায় সেরকম। কলকলার উচ্চারণ আরো ভালোভাবে বোঝার জন্যে নিকটবর্তী কোন আলেমের নিকট থেকে শুনে নিন।

(৫) মোটা হরফ ঃ

কিছু বর্ণ আছে যেগুলোর সাথে যবর ব্যবহার হলে ‘ া ’ আকার উচ্চারণ হয় না। এগুলোকে **‘মোটা হরফ’** বলা হয়। ৩য় ধাপে বর্ণের উচ্চারণ ‘টেবিল ৪’ -এ এই বর্ণগুলো বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে। বর্ণগুলো হচ্ছে - **خ ر ص ض ط ظ غ ق**

(৬) শব্দ/বাক্যের শুরুতে খালি আলিফ ঃ

শব্দ অথবা বাক্যের শুরুতে যদি ‘খালি আলিফ’ থাকে (যে ‘আলিফে’ যের, যবর, পেশ কিছুই থাকে না), তাহলে এর পরের অক্ষরটি যদি **‘লাম’** হয়, তাহলে ‘খালি আলিফে’ **‘যবর’** ধরে পড়তে হবে। কিন্তু যদি ‘খালি আলিফে’র পরের অক্ষরটি ‘লাম’ না হয়, তাহলে তার পরের অর্থাৎ তৃতীয় অক্ষরটিতে যদি **‘পেশ’** থাকে তাহলে ‘খালি আলিফে’ **‘পেশ’** ধরে পড়তে হবে, **কিন্তু তৃতীয় অক্ষরটিতে যদি ‘যবর’ অথবা ‘যের’ থাকে** তাহলে ‘খালি আলিফে’ **‘যের’** ধরে পড়তে হবে। উদাহরণস্বরুপ:

الرَّحْمَنِ শব্দটিতে ডান থেকে ‘খালি আলিফে’র পরে ‘লাম’ থাকায় ‘খালি আলিফে’ ‘যবর’ ধরে পড়তে হবে **‘আর রহমা-ন’**।

কিন্তু এই ارْجِ শব্দটিতে ডান থেকে আলিফের পরে ‘লাম’ নেই, তাই এখন তৃতীয় অক্ষরটিতে কোন্ চিহ্ন আছে সেটা দেখতে হবে, **তৃতীয় অক্ষর ‘জীমে’ ‘যের’ আছে**, তাই এখন ‘খালি আলিফে’ যের ধরে পড়তে হবে **‘ইরজি’**। তৃতীয় অক্ষরে যদি ‘পেশ’ থাকতো তাহলে পড়তে হতো **‘উরজি’**।

৬ষ্ঠ ধাপ মাদ বা দীর্ঘ করে পড়া

উচ্চারণ 'টেনে' বা 'দীর্ঘ' করে পড়াকে **'মাদ'** বলা হয়। সহীহভাবে কুরআন পড়তে চাইলে 'মাদ' কী এবং কোন কোন স্থানে কী পরিমান 'মাদ' বা 'দীর্ঘ' করে পড়তে হবে তা জানা অত্যন্ত জরুরী, কারণ কুরআনে 'মাদ' হচ্ছে আবেগ, আশ্চর্যবোধক, প্রশ্নবোধকসহ বিভিন্ন 'ভাববোধ' প্রকাশের একটি মাধ্যম। বাংলা, ইংরজেী ভাষায় যা বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, কুরআনে তা মাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণস্বরুপ **'তুমি জানো'** এবং **'তুমি জানো?'** বাক্য দুটি একই শব্দমালা দিয়ে গঠিত, কিন্তু এর একটিতে '?' প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করায় বাক্য দুটির অর্থ 'বিপরীত' হয়ে গেছে! প্রথম বাক্যটিতে নিশ্চিত বোঝা যায় যে **'সে জানে'**, কিন্তু প্রশ্নবোধক থাকায় ২য় বাক্যে বিষয়টি 'সংশয়ে' পরিণত হয়ে গেছে যে **'সে হয়তো জানে না'**।

কুরআন মাজীদে এইরকম 'ভাববোধে'র প্রকাশ 'মাদ' বা 'দীর্ঘ' করে পড়ার মাধ্যমে হওয়ায়, আপনি যদি যেখানে 'মাদ' করে পড়তে হবে সেখানে 'মাদ' না করেন তাহলে এইরকম কোন একটি 'ভাববোধ'কে বিপরীত করে ফেলা হবে যেটাকে **'লাহনে জালী'** বা **'বড় ভুল'** বলা হয়। কুরআন পড়ায় সাধারণত এক অক্ষরের জায়গায় আরকে অক্ষরের উচ্চারণ করলে ও 'মাদে'র স্থানে মাদ না করলে 'লাহনে জালী' বা বড় ভুল সংগঠিত হয়। তাই 'মাদ' ভালোভাবে বুঝে যথাযথভাবে তা আদায় করতে হবে।

মাদ কত প্রকার ও কী কী?

অনেক প্রকারের মাদ আছে, তবে সাধারণত ১২ প্রকার মাদের ব্যবহার খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো হলো: ১) মাদে আসলী, ২) মাদে এওয়াজ, ৩) মাদে লীন ৪) মাদে মুত্তাসিল, ৫) মাদে মুংফাসিল, ৬) মাদে আরজী, ৭) মাদে সিলায় তবিলা,

৮) মাদে সিলায় কসীরা, ৯) মাদে লাযিম কলমী মুখাফ্‌ফাফ, ১০) মাদে লাযিম হারফি মুখাফ্‌ফাফ, ১১) মাদে লাযিম কলমী মুসাক্কল এবং ১২) মাদে লাযিম হারফি মুসাক্কল।

এর মধ্যে **'মাদে আসলী'**কে মৌলিক বা 'আসল মাদ' বলা হয় কারণ, এই মাদ থেকেই অধিকাংশ মাদের উৎপত্তি।

কুরআন পড়ার জন্যে প্রথমেই এতগুলো 'মাদে'র সংজ্ঞা জানার প্রয়োজন নেই কারণ মাদে আসলী, মাদে এওয়াজ, মাদে লীন ও মাদে আরজী ছাড়া কুরআনে অন্য প্রায় সকল মাদের উপর 'মাদ' করার জন্যে নির্দেশিকা চিহ্ন দেয়া থাকে।

পড়া কী পরিমাণ মাদ বা দীর্ঘ করতে হয়?

দীর্ঘ করার দিক থেকে মাদ ৪ প্রকার। বিভিন্ন মাদের শর্ত অনুযায়ী পড়া এক, দুই, তিন ও চার আলিফ পর্যন্ত দীর্ঘ করতে হয়।

এক আলিফ মাদ সমান কত সময়?

আলিফ বর্ণটি একবার উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে তত সময়কে 'এক আলিফ' মাদ বলা হয় তাহলে:

- **এক আলিফ** = আলিফ বর্ণটি **'একবার'** উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে তত সময়।
- দুই আলিফ = আলিফ বর্ণটি **'দুইবার'** উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে তত সময়।
- **তিন আলিফ** = আলিফ বর্ণটি **'তিনবার'** উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে তত সময়।
- **চার আলিফ** = আলিফ বর্ণটি **'চারবার'** উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে তত সময়।

‘এক আলিফ’কে ১ সেকেন্ডর সমান ধরলে **‘এক আলিফ মাদ’** করা অর্থ যেকোন উচ্চারণ ‘স্বাভাবিক’ এর চাইতে ‘১ সেকেন্ড’ বেশি সময় নিয়ে উচ্চারণ করা যেমন, ‘ইল্লা’ এটি স্বাভাবিক উচ্চারণ, অন্যদিকে ‘ইল্লা-’ এটি ‘এক আলিফ মাদ’সহ উচ্চারণ, কারণ এখানে ‘লা’ -কে বাড়তি ১ সেকেন্ড বেশি সময় নিয়ে উচ্চারণ করা হয়েছে ‘লা-’। এভাবে যদি ‘লা’ -কে বাড়তি দুই, তিন অথবা চার সেকেন্ড বেশি সময় নিয়ে উচ্চারণ করা হয় তাহলে এটি দুই, তিন অথবা চার আলিফ পরিমাণ ‘মাদ’ করা হলো।

মাদের সময়ে কী কম বেশি করা যায়?

যায়, আপনি গড়ে যেকোনো মাদের পরিমাণ কমা বাড়া করতে পারবেন, যেমন ‘এক আলিফ মাদ’ যদি আপনি ‘২ সেকেন্ড’ দীর্ঘ করেন তাহলে ২ আলিফ তার ডাবল অর্থাৎ ৪ সেকেন্ড দীর্ঘ করতে হবে এবং তিন ও চার আলিফ যথাক্রমে ৬ ও ৮ সেকেন্ড দীর্ঘ করতে হবে। আবার দুই/তিন/চার আলিফের স্থানে **‘এক আলিফ মাদ’** করে পড়ে গেলেও পড়া সহীহ হবে, তবে ‘যেকোনো’ মাদের স্থানে **‘ন্যুনতম এক আলিফও মাদ না করলে’** লাহনে জালী বা বড় ভুল হবে।

কোন স্থানে কী পরিমাণ ‘মাদ’ বা পড়া দীর্ঘ করতে হবে তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) এক আলিফ মাদ ঃ

মাদে আসলী ও **মাদে এওয়াজে** এক আলিফ পরিমাণ পড়া দীর্ঘ করতে হয়। এই দুটি মাদের স্থানে যেহেতু কোনো চিহ্ন দেয়া থাকে না তাই মাদ দুটির স্বরুপ জেনে নেয়া জরুরী। নিচে মাদে আসলী ও মাদে এওয়াজের স্বরুপ দেয়া হলো:

ক) **মাদে আসলী ঃ**

মাদের হরফ তিনটি ى و ا (আলিফ, ওয়াও এবং ইয়া)। এই তিনটি হরফ যবর, পেশ ও যেরের সাথে যুক্ত হয়ে যে মাদ গঠন করে তাকে মাদে আসলী বলা হয়। মাদে আসলী নিম্নে উল্লেখিত ৬ রকমভাবে আয়াতের মধ্যে থাকে ঃ

মাদে আসলীর ৬টি রুপ

যবরে'র বামে খালি আলিফ	مَا	অথবা	رٰ	খাড়া যবর
পেশে'র বামে ওয়াও সাকিন	مُوْ	অথবা	رٗ	উল্টা পেশ
যেরে'র বামে ইয়া সাকিন	مِيْ	অথবা	رٖ	খাড়া যের

[উপররে উদাহরণে 'মীম' ও 'র' বর্ণের সাথে যের, যবর, পেশ দিয়ে দেখানো হলেও বর্ণ ২৯টির যেকোনোটি হতে পারে, এই সকল স্থানে পড়া এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়।]

উদাহরণ ঃ

নিচে কুরআন মাজীদ থেকে একটি আয়াত দেয়া হলো, আয়াতটির মধ্যে **'মাদে আসলী'**র অবস্থান বোঝার সুবিধার্থে 'কালো' চিহ্নিত করে দেয়া আছে। মনে রাখবেন কুরআন মাজীদের প্রায় প্রতিটি আয়াতে একাধিক **'মাদে আসলী'** আছে ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

<u>গুরুত্বপূর্ণ ঃ</u>

কোনো স্থানে আলিফের উপর এরকম أْ কোনো গোল চিহ্ন থাকলে এ স্থানে মাদ করতে হবে না। একে **'আলিফ জায়িদাহ'** বলা হয়।

খ) মাদে এওয়াজ ঃ

দম ফেলার স্থানে যদি **'দুই যবর'** থাকে তাহলে সেখানে 'এক আলিফ' পরিমাণ মাদ করতে হবে, যেমন **حَسَنًا** **'হাসানা'** শব্দটির শেষে 'দুই যবর' থাকায় এখানে দম ফেললে এক আলিফ 'মাদ' করে উচ্চারণ করতে হবে **'হাসানা-'**। এটাকেই **'মাদে এওয়াজ'** বলা হয়। কিন্তু <u>এখানে যদি দম ফেলা না হয়</u>, তাহলে কোন মাদ না করে দুই যবরের এক যবরকে 'নুন সাকিন' ধরে পড়ে যেতে হবে।

গ) বাক্য শেষের খালি 'ইয়া'য় ى এক আলিফ মাদ ঃ

বাক্যের শেষে বা দম ফেলার স্থানে যদি 'খালি ইয়া' ى থাকে (যে 'ইয়া'তে যের, যবর, পেশ কিছুই নেই), তাহলে 'এক আলিফ মাদ' করে দম ফেলতে হয়, যেমন নিচের আয়াতটির শেষ শব্দে 'খালি ইয়া' থাকায় শব্দটির উচ্চারণ **আ'লা** না পড়ে পড়তে হবে এক আলিফ মাদ সহ **আ'লা-** ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝١

(২) দুই আলিফ মাদে লীন ঃ

ى ও و -কে লীনের হরফ বলা হয়। ‘যবরের বামে’ এই দুইটি হরফের যেকেনোটির উপরে ‘সাকিন’ থাকলে এবং ‘তারও বামের হরফে’ দম ফেললে দুই/তিন আলিফ মাদ করতে হয়। একে **‘মাদে লীন’** বলা হয়। কিন্তু এই স্থানে দম না ফেললে, কোনো মাদ করতে হয় না। উদাহরণ ঃ

যবর এর বামে ‘ইয়া সাকিন’ = কুরইশ قُرَيْشٍ , বাইত بَيْتِ

যবর এর বামে ‘ওয়াও সাকিন’ = খউফ خَوْفٍ

শব্দ তিনটিতে দম ফেললে উচ্চারণ করতে হবে ‘কুরই--শ’, ‘বাই--ত’ ও ‘খউ--ফ’ , কিন্তু দম না ফেলে পড়া চালিয়ে গেলে এগুলোতে কোনো ‘মাদ’ হবে না অর্থাৎ ‘কুরইশীন’, ‘বাইতি’ ও ‘খউফিন’ পড়ে, পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়ে যেতে হবে।

(৩) তিন আলিফ ঃ

দুই স্থানে তিন আলিফ পরিমাণ মাদ করতে হয়।

ক) ঢেউ এর মতো চিহ্ন :

হরফের (বর্ণের) উপর ঢেউ (~) এর মতো চিহ্ন থাকলে ঐ স্থানে ‘তিন আলিফ’ মাদ করতে হয়।

উদাহরণ: ... هُوَ الَّذِىٓ ।

এবং

খ) মাদে আরজী ঃ

‘মাদে আসলীর বামের হরফে’ দম ফেললে ‘তিন আলিফ’ মাদ করার নিয়মকে **‘মাদে আরজী’** বলা হয়। এই সকল স্থানে ‘তিন আলিফ’ মাদের কোন চিহ্ন দেয়া হয় না,

কারণ দম না ফেললে এখানে ‘তিন আলিফ’ মাদের পরিবর্তে শুধু ‘মাদে আসলী’র ‘এক আলিফ’ মাদ করতে হয়। উদাহরণঃ رَحِيْمٍ ‘রহীম’ শব্দটিতে ‘যেরের বামে ইয়া সাকিন’ অর্থাৎ মাদে আসলী আছে, তাই শব্দটিতে দম ফেললে ‘তিন আলিফ’ মাদ করতে হবে এবং ‘৮ম ধাপে আলোচিত’ দম ফেলার **‘২ নাম্বার নিয়ম’** মেনে শেষের অক্ষর ‘মীমে’র ‘যের’ এর স্থলে ‘সাকিন’ ধরে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে **‘রহী---ম’**। আর এখানে দম না ফেললে যা আছে তা’ই ‘এক আলিফ মাদ’ করে পড়া চালিয়ে যেতে হবে।

(৪) চার আলিফ ঃ

কোন বর্ণের উপর ‘লম্বা দাগে’র মতো এই রকম ــ একটি চিহ্ন থাকলে সেখানে **‘চার আলিফ’** মাদ করতে হয়।

উদাহরণ ঃ ...وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ ।

৭ম ধাপ গুন্নাহ এবং নুন ও মীম সাকিন পড়ার নিয়ম

গুন্নাহ, নুন ও মীম সাকিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ‘তাজবীদ’। ‘তাজবীদ’ تجويد অর্থ **‘সৌন্দর্য মন্ডিত’** বা ‘যথাযথভাবে’ সম্পন্ন করা। কুরআন মাজীদ ‘সঠিক উচ্চারণে’ ও **‘সৌন্দর্য মন্ডিতভাবে’** তিলাওয়াতের জন্যে এসব ‘তাজবীদ’ মেনে তিলাওয়াত করা খুবই জরুরী। নিচে গুন্নাহ, নুন ও মীম সাকিন পড়ার নিয়মগুলো আলোচনা করা হলো।

১. গুন্নাহ ঃ

‘গুন্নাহ’ অর্থ নাসিকামূল হতে নির্গত আওয়াজ, অর্থাৎ ‘নাকের স্বরে’ উচ্চারণ করাকে ‘গুন্নাহ’ বলা হয়। উদাহরণস্বরুপ, ‘আম্ঁ’ বলে ‘ম’ এর অংশটুকু ‘নাকের স্বরে’ এক ১/২ সেকেন্ড ধরে রাখুন, তারপর বলুন ‘মা’, তাহলে উচ্চারণ হলো ‘আম্ঁ-মা’, এটাকেই ‘গুন্নাহ’ বলা হয়। শব্দটির সাধারণ উচ্চারণ ছিলো ‘আম্মা’ আর ‘গুন্না’সহ উচ্চারণ হলো ‘আম্ঁ-মা’।

গুন্নাহ কি পরিমাণ সময় করবেন?

গুন্নাহ সাধারণত **‘এক আলিফ মাদ’** করার সময় পর্যন্ত বা ‘১ সেকেন্ড’ করবেন, তবে এটা ‘দুই আলিফ মাদ’ বা ২ সেকেন্ডের সময় পর্যন্ত করা যেতে পারে। কিছু কম-বেশি হলে কোন সমস্যা নেই ইনশা’আল্লাহ।

ওয়াজিব ও অন্যান্য গুন্নাহ’র স্থান

গুন্নাহ মোট ৪টি, এর মধ্যে ১টি **‘ওয়াজিব’**। ‘নুন’ ও ‘মীম’ অক্ষরে ‘তাশদীদ’ থাকলে সেখানে ‘গুন্নাহ’ করা ‘ওয়াজিব’। **অর্থাৎ কুরআনের যত স্থানে নুন ও মীমে’র (نّ ও مّ) উপর ‘তাশদীদ’ আছে তত স্থানেই গুন্নাহ করাকে ‘ওয়াজিব**

গুন্নাহ’ বলা হয়। এছাড়াও আরো ৩টি গুন্নাহ হলো, নুন সাকিনের ‘ইকলাব’ এবং নুন ও মীম সাকিনের ‘ইখফা’ ও ‘ইদগম’। ইখফা, ইকলাব ও ইদগম কী, এগুলো নুন ও মীম সাকিন পড়ার নিয়মের মধ্যে আলোচনা করা হলো।

২. নুন ও মীম সাকিন পড়ার নিয়ম

আরবী হরফ ২৯টি। ‘নুন সাকিন’ نْ এর পরে ‘আলিফ’ আসে না। তাই ২৮টি হরফ (বর্ণ) ‘নুন সাকিন’ বা ‘তানবীনে’র পর থাকলে, ‘নুন সাকিনে’র উচ্চারণ কেমন হবে তা ইখফা, ইকলাব, ইদগম ও ইজহার এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। <u>মনে রাখতে হবে যেখানেই নুন সাকিন আছে সেখানেই কোনো না কোনো নিয়ম আছে</u>। সাধারণত ‘আলিফ দুই যবর’ (اً) ‘আন্’, কিন্তু এখানে ‘নুন সাকিন’ থাকায় এর পর ‘কোন বর্ণ’ আছে তার উপর নির্ভর করবে এর উচ্চারণ ‘আন্’ হবে নাকি ‘আম্’ হবে, নাকি ‘আং’ হবে। ‘নুন সাকিন’ نْ বা ‘তানবীন’ (দুই যবর/দুই যের/দুই পেশ) পড়ার নিয়ম চারটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. ইখফা (গোপন করা)

- <u>**নুন সাকিনের ইখফা**</u>

নুন সাকিনের ইখফার হরফ ১৫টি। যথাঃ

ت ث د ذ س ش ص ض ط ظ ق ك ج
ف ز

নুন সাকিন نْ বা তানবীনের বামে (পরে) এই ১৫টি হরফ থাকলে নুন সাকিন نْ এর স্থলে ‘গুন্না’সহ ‘ ং ’ (অনুস্বর) এর মত উচ্চারণ করতে হয়। উদহারণ:

أَنْتَ শব্দটিতে নুন সাকিনের পর ‘ইখফা’র হরফ ‘তা’

تَ থাকায়, এর উচ্চারণ 'আন্তা' না হয়ে হবে 'গুন্না'সহ '**আং-তা**। এটিকেই 'নুন সাকিনের ইখফা' বলা হয়। তবে কেউ যদি 'আনতা'ই পড়েন তাহলেও পড়া সহীহ হবে, কিন্তু তাজবীদের নিয়ম লংঘন করা হবে। নিয়মটি যথাযথভাবে পালনের জন্যে 'ইখফা'র ১৫টি হরফ মুখস্ত করে নেয়া জরুরী।

- **<u>মীম সাকিনের ইখফা</u>**

مْ মীম সাকিনের ইখফার হরফ একটি, সেটি হলো: **ب** 'বা'। 'মীম সাকিনে'র বামে যদি **ب** (বা) হরফ থাকে তাহলে 'মীম সাকিন' '**গুন্না**'সহ পড়াকে মীম সাকিনের ইখফা বলা হয়। অর্থাৎ

এই শব্দটিতে تَرْمِيهِمْ بِحِجَا 'মীম সাকিনে'র বামে '**বা**' হরফ থাকায়, এর স্বাভাবিক উচ্চারণ '**তারমিহিমবি...**' না হয়ে **গুন্না**'সহ 'ইখফা'র উচ্চারণ করতে হবে '**তারমিহিমঁ্-বি...**'।

খ. ইকলাব (পরিবর্তন করা)

ইকলাব এর হরফ ১টি, সেটি হলো: **ب** 'বা'। নুন সাকিন نْ অথবা তানবীনের বামে **ب** (বা) হরফ থাকলে নুন সাকিনের স্থলে مْ (মীম সাকিন) 'গুন্না'সহ উচ্চারণ করতে হয়। '**ইকলাব** এর স্থানে' কুরআন মাজীদে নুন সাকিনের উপর ছোট্ট একটি م (মীম) চিহ্ন দেয়া থাকে। উদাহরনস্বরুপ: مِنْ بَ শব্দটিকে 'মিন্‌বা' না পড়ে, পড়তে হবে 'মিমঁ্-বা'। একেই নুন সাকিনের ইকলাব বলা হয়। ইকলাবের স্থানে অনেক সময় 'নুনের উপর' ছোট্ট একটি 'মীম' চিহ্ন দিয়ে ' নুনকে মীম পড়ার জন্যে' নির্দেশনা দেয়া থাকে।

গ. ইদগম (মিলিয়ে পড়া)

- <u>**নুন সাকিনের ইদগম**</u>

নুন সাকিনের **ইদগম** এর হরফ ৬টি। সেগুলো হলোঃ

ي و م ن ر ل

এই হরফ'গুলো نْ নুন সাকিনের বামে থাকলে, এগুলোর উপর 'তাশদীদ' থাক আর না থাক 'তাশদীদ' ধরে পড়তে হয়। বর্তমানে কুরআন মাজীদে 'ইদগম' এর ক্ষেত্রে نْ নুন সাকিনের **'পরের শব্দটির প্রথম অক্ষরে'** তাশদীদ দেয়া থাকে। নুন সাকিনের 'ইদগম' দুই প্রকার, যথাঃ ইদগমে মা'আল গুন্না বা গুন্না'সহ পড়া এবং ইদগমে বেলা গুন্না বা গুন্না না করে পড়া।

নুন সাকিনের বামে যদি ن م و ي এই ৪টি হরফ থাকে তাহলে এগুলোর উপর 'তাশদীদ' ধরে গুন্না'সহ পড়তে হবে উদাহরণঃ **مَنْيَّقُوْلُ** এই শব্দটিতে নুন সাকিনের বামে 'ইয়া' হরফ থাকায় এখানে **'গুন্না'**সহ 'তাশদীদ' ধরে উচ্চারণ করতে হবে **'ম্যাই-ঁয়াকুলু'**। এটিকেই বলা হয় 'ইদগমে মা'আল গুন্না' বা 'গুন্নাসহ ইদগম'।

অন্যদিকে نْ নুন সাকিনের বামে যদি ل, ر থাকে, তাহলে এগুলোতে 'তাশদীদ' থাক আর না থাক 'তাশদীদ' ধরে **'গুন্না ছাড়া'** পড়তে হবে। একে 'ইদগমে বেলা গুন্না' বা 'গুন্না ছাড়া ইদগম' বলা হয়।

- **মীম সাকিনের ইদগম**

مْ মীম সাকিনের বামে যদি م মীম অক্ষর থাকে তাহলে 'মীম সাকিন' এর উচ্চারণ বাদ দিয়ে পরবর্তী

'মীমে'র উপর তাশদীদ থাক আর না থাক 'তাশদীদ' ধরে 'গুন্না'সহ পড়তে হবে। এটিকেই 'মীম সাকিনের ইদগম' বলা হয়।

ঘ. নুন সাকিনের ইজহার (স্পষ্ট করে পড়া)

ইজহার এর হরফ ৬টি। যথা: **ه ء غ ع خ ح** , এই হরফগুলো যদি نْ নুন সাকিনের বামে থাকে তাহলে এসব স্থানে 'নুন সাকিন' স্পষ্ট করে পড়তে হয়। অর্থাৎ نْ নুন সাকিনকে 'নুন সাকিন' এর মতোই উচ্চারণ করতে হয় । উদাহরণ: وَاللّٰهُ غَنِیٌّ حَلِیْمٌ

, এখানে তানবীনের (দুই পেশে'র) নুন সাকিনের বামে 'ইজহারের' হরফ **ح** 'হা' থাকায় উচ্চারণ যা আছে 'গনিয়্যিউ**ন হা**লিম' তা'ই হবে। এটাকেই নুন সাকিনের ইজহার বলা হয়।

৮ম ধাপ বাক্য শেষ করার নিয়ম এবং বিরাম চিহ্ন

কুরআন পড়ার সময় 'কোন আয়াত' বা 'যেকোন স্থানে' দম ফেলার সময় কিছু নিয়মের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। এগুলোকে 'বাক্য শেষ করার' বা 'দম ফেলার' নিয়ম বলা হয়। নিয়মগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

বাক্য শেষ করা বা দম ফেলার নিয়ম ঃ

❖ **নিয়ম ১ :** বাক্য শেষ করার সময় সাকিন থাকলে তার কোন পরিবর্তন হয় না, যা আছে তা'ই পড়তে হয়।

উদাহরণ ঃ اَنْ (আন্)।

❖ **নিয়ম ২ :** দম ফেলার স্থানের 'শেষ হরফে' এক যবর/এক যের/এক পেশ অথবা দুই যের/দুই পেশ (শুধুমাত্র **দুই যবর** ছাড়া) এর যেকোনটি থাকলে '**সেগুলো সাকিন হয়ে যায়**' বা সেগুলোকে 'সাকিন ধরে' পড়ে দম ফেলতে হয় ।

উদাহরণ ঃ

اَنٍ, اَنٌ, اَنُ, اَنِ, اَنَ এই শব্দগুলোর কোনোটির শেষে যবর, কোনটির, যের বা পেশ এবং কোনটির শেষে দুই যের ও দুই পেশ আছে, এখানে 'কোন্ অক্ষরে'র সাথে এগুলো আছে সেটা বিষয় না, বিষয় হলো, বাক্য শেষ করার স্থানে এগুলো যে অক্ষরের সাথেই থাকুক, উচ্চারণের সময় এগুলোর পরিবর্তে 'সাকিন' ^ ধরে পড়তে হয়। অর্থাৎ এই সুত্র ধরে উপরের পাঁচটি শব্দের উচ্চারণই 'আন্' হবে, অথচ এগুলোর দৃশ্যমান উচ্চারণ ছিলো আনা, আনি, আনু, আনুন ও আনিন।

❖ **নিয়ম ৩ :** বাক্য শেষে অথবা যেকোন স্থানে দম ফেলার সময় '**দুই যবর**' থাকলে এক আলিফ মাদ করে দম ছাড়তে হয়। উদাহরণ :

لِبَاسًا এই শব্দটিতে দম ফেললে এর উচ্চারণ 'লিবাসান' না হয়ে হবে এক আলিফ মাদসহ '**লিবাসা-**'।

❖ **নিয়ম ৪ :** দম ফেলার স্থানে 'গোল তা' ةٌ থাকলে এর উচ্চারণ 'তা' এর পরিবর্তে 'ছোট হা' ه হয়ে যায় এবং 'গোল তা' এর উপর হরকত, তানবীন যাই থাকুক না কেন সেগুলো 'সাকিন' হয়ে যায়। 'গোল তা' -এ 'দম না ফেলে' পড়া চালিয়ে গেলে 'গোল তা'র উচ্চারণ 'তা' ই হয়।

উদহারণঃ اَبَةٌ = শব্দটিতে 'দম ফেললে' উচ্চারণ হবে

اَبَهْ 'আবাহ্' আর 'দম না ফেললে' উচ্চারণ হবে 'আবাত'।

❖ **নিয়ম ৫ :** বাক্য শেষ করার সময় 'শেষ বর্ণ'টির ডান দিকে যদি 'মাদে আসলী' অর্থাৎ, 'যবরের বামে খালি আলিফ অথবা খাড়া যবর', 'যেরের বামে ইয়া সাকিন অথবা খাড়া যের', কিংবা 'পেশের বামে ওয়াও সাকিন অথবা উল্টা পেশ' থাকে তাহলে সেসব স্থানে 'তিন আলিফ' মাদ করতে হবে, যেমন رَحِيْمٍ 'রহীম' শব্দটিতে 'শেষ বর্ণ' মীমের ডান পাশে 'মাদে আসলী' (যেরের বামে ইয়া সাকিন) আছে, তাহলে এখানে এখন 'দম ফেললে' তিন আলিফ মাদ করে উচ্চারণ করতে হবে **রহী**(তিনআলিফ)**ম**। নিয়মটি ৬ষ্ঠ ধাপে 'মাদে আরজী' নামে আলোচনা করা হয়েছে।

❖ **নিয়ম ৬ :** বাক্য শেষ করার সময় 'শেষ বর্ণ'টির ডান দিকে যদি **'লীনের হরফ'** (যবরের বামে 'ইয়া' অথবা 'ওয়াও সাকিন') থাকে, তাহলে 'লীনের হরফ'টি দুই আলিফ মাদ করতে হবে। উদহারণস্বরুপ, নিচের শব্দ দুটিতে যথাক্রমে 'যবরের বামে ইয়া ও ওয়াও সাকিন' আছে, তাই এখানে বাক্য শেষ করলে দুই আলিফ মাদ করতে হবে।

بَيْتٍ = **বাই**(দুই আলিফ)**ত** । خَوْفٍ = **খউ**(দুই আলিফ)**ফ**

নিয়মটি ৬ষ্ঠ ধাপে 'মাদে লীন' নামে আলোচনা করা হয়েছে।

❖ **নিয়ম ৭ :** আয়াতের শেষে যেকোন 'মাদ' থাকলে, 'মাদ' করে পড়া শেষ করতে হবে। তবে শুধুমাত্র 'গোল হা' এর ব্যতিক্রম, 'গোল হা' -এ মাদ থাকলে কী করতে হবে তা নিয়ম-৮ -এ দেখুন।

❖ **নিয়ম ৮ :** বাক্য শেষ করার স্থানে যদি 'গোল হা' -এ **'উল্টা পেশ'** অথবা **'খাড়া যের'** থাকে তবে সেখানে কোন মাদ না করে 'সাকিন' ধরে পড়তে হয়। উদাহরস্বরুপ: وَرَسُلِهٖ এই শব্দটিতে **'দম না ফেললে'** উচ্চারণ হবে 'এক আলিফ মাদ'সহ 'অরুসুলি**হি-**', কিন্তু এখানে 'বাক্য শেষ করলে' বা 'দম ফেললে' পড়তে হবে **'মাদ ছাড়া'** **'অরুসুলিহ্'**। খাড়া যের বা উল্টা পেশ 'সাকিন' হয়ে যাবে।

❖ **নিয়ম ৯:** বাক্য শেষ করার স্থানে যদি 'খালি ইয়া' থাকে তাহলে এক আলিফ মাদ করতে হবে।

❖ **নিয়ম ১০ :** বাক্য শেষ করার স্থানে যদি 'তাশদীদ' অক্ষর থাকে তাহলে সেখানে **'সাকিন'** ধরে তাশদীদ অক্ষরটির

উচ্চারণ 'বাড়তি এক সেকেন্ড' বেশি সময় নিয়ে করতে হবে।

আরবী ভাষার বিরাম চিহ্ন

বিরাম চিহ্ন (Punctuation) কে আরবী ভাষায় **'ওয়াক্বফ'** বলা হয়। চিহ্নিত স্থান ব্যতীত 'বিরাম নিলে' বা 'নিঃশ্বাস নিলে' এক/দুই শব্দ পূর্ব হতে পুনরায় (Repeat) পড়তে হয়। সাধারণত 'বাক্যের শেষে' م (মীম) **চিহ্ন** থাকলে **'অবশ্যই থামতে হবে'** - এ একটি নিয়ম ভালোভাবে মনে রাখবেন, বাকী অন্য চিহ্নগুলোর ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় পড়া চালিয়ে যাবার নির্দেশনা দেয়া থাকে। যেমন - না থামার নির্দেশনা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 'একটি বাক্যের শেষে' পরবর্তী বাক্যের 'নতুন শব্দে'র উপর তাশদীদ থাকে। তাই আপনি নিজে নিজেই না থামার স্থানে 'তাশদীদ'কে অনুসরণ করে পড়া চালিয়ে যেতে থাকবেন। আরবী ভাষার বিরাম চিহ্ন গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১) **আবশ্যই থামতে হবে ঃ** م (মীম) থাকলে আবশ্যই থামতে হবে। না থামলে ভিন্ন অর্থ হয়ে যাবে।

২) **থামা উচিৎ :** قف ق

৪) **থামা যাবে, কিন্তু না থামা উত্তম :** ز

৫) **থামা না থামা উভয়ই জায়িজ :** ج ص

৬) **থামা যাবে না ঃ** لا

৭) **দুই স্থানের এক স্থানে থামতে হবে :** বাংলা ভাষার **'অতএব'** ∴ -এর মত দেখতে চিহ্নটির নাম **'মোয়ানাকা'**। এই চিহ্নটি শব্দ বা বাক্যের '<u>ডানে ও বামে উভয় পাশে</u>' থাকে। উভয় পাশের যেকোন 'এক স্থানে' থামতে হয়, উভয় পাশে থামা যাবে না।

উদাহরণঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

সূরা বাকারা, আয়াত ২

৮) সাকতাহ : سكته সাকতাহ কুরআন মাজীদের চারটি স্থানে আছে। সাকতাহ سكته চিহ্নিত স্থানগুলোতে **'দম ধরে রেখে'** আওয়াজ কিছুক্ষণ (১/২ সেকেন্ড) বন্ধ করতে হয়, অর্থাৎ স্বর ভঙ্গ করতে হয় কিন্তু নিঃশ্বাস ছাড়তে হয় না, যেমনঃ নিচের আয়াতে 'সাকতাহ' ডানের অংশটুকু পড়ে ১/২ সেকেন্ড দম বন্ধ রেখে বামের অংশটুকু পড়তে হবে।

وَقِيْلَ مَنْ ۜ سكتة رَاقٍ ۝٢٧

সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ২৭।

কুরআন মাজীদে যেসব স্থানে সাকতাহ আছে ঃ

(ক) সূরা কাহফ, আয়াত ১,
(খ) সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৫২,
(গ) সূরা ক্বিয়ামাহ, আয়াত ২৭,
(ঘ) সূরা মুত্বফফিফীন, আয়াত ১৪।

এই চার স্থানে শ্বাস ছাড়তে হয় না; বরং একটু থেমে সামনের দিকে পড়তে থাকতে হয়।

৯) ওয়াকফাহ : وقفه ওয়াকফাহ চিহ্নিত স্থান সাকতাহ'র মতই, তবে এই চিহ্নে থামা জরুরী নয়।

অনুশীলন

যেসব নিয়মসমূহ আলোচনা করা হলো এখন সেসব নিয়মসমূহ আমরা কুরআন মাজীদের কয়েকটি সূরা'র মধ্যে যথাযথভাবে সনাক্ত করে পড়ার চেষ্টা করবো ইনশা'আল্লাহ। অক্ষর চিনে এবং সাকিন, তাশদীদ, যের, যবর, পেশ সহযোগে বানান করে পড়ার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে নিকটবর্তী কারো সহযোগিতা নিন।

[নিয়মগুলির নিচে '**নাম্বার**' এবং পাশে 'সেই নাম্বারের স্থানে' যে '**নিয়ম**' আছে তা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট 'ধাপে' ফিরে গিয়ে পুনরায় নিয়মগুলো পড়ে নিন।]

সূরা ফাতিহা

■ ১, ২, ৪, ৫, ৭, ও ৯ হরফের উপর 'খাড়া যবর' এক আলিফ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١ (৩ ২ ১)
■ ৩, ৬, ৮, ১০, ১৩, ১৫ ও ২১ মাদে আসলী'র বামে দম ফেললে তিন আলিফ 'মাদে আরজী'। [৬ষ্ঠ ধাপ]	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ (৬ ৫ ৪)
■ ১১, ১২, ১৪, ও ১৬ যবরের বামে খালি আলিফ এক আলিফ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣ (৮ ৭ ২২)
■ ১৭ যেরের বামে ইয়া সাকিন এক আলিফ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤ (১০ ৯)
■ ১৮ নুন সাকিনের ইজহার। [৭ম ধাপ]	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٥ (১৩ ১২ ১১)
■ ১৯ পেশের বামে ওয়াও সাকিন এক আলিফ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦ (১৫ ১৪)
■ ২০ 'লম্বা দাগ' চার আলিফ মাদের চিহ্ন। [৬ষ্ঠ ধাপ]	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ (১৯ ১৮ ১৭ ১৬)
■ ২২ 'খালি আলিফের' পর 'লাম' থাকলে আলিফে যবর ধরে পড়তে হয়। [৫ম ধাপ ৬নং নিয়ম]	عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧ (২১ ২০)

সূরা কুরইশ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝١

- ১ যেরের বামে ইয়া সাকিন এক আলিফ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ২, ৪, ৫, ৯ ও ১৬ খাড়া যবর, খাড়া যের এক আলিফ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]

إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

- ৩, ৭, ১০, ও ১৮ দুই আলিফ মাদে লীন। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৬ ‘লম্বা দাগ’ চার আলিফ মাদের চিহ্ন। [৬ষ্ঠ ধাপ]

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۝٣

- ৮ ও ১৪ পেশের বামে ওয়াও সাকিন মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ১১ ‘ঢেউ এর মত’ তিন আলিফ মাদের চিহ্ন। [৬ষ্ঠ ধাপ]

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ

- ১২ ও ১৭ মীম সাকিনের গুন্নাসহ ইদগম। [৭ম ধাপ]
- ১৩ নুন সাকিনের ইখফা। [৭ম ধাপ]

وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

- ১৫ পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়লে নুন সাকিনের ইদগম। অন্যথায় মাদে আরজী যেহেতু তার ডানে মাদে আসলী আছে। [৭ম ধাপ]
- ১৯ ‘খালি আলিফের’ পর ‘লাম’ থাকলে আলিফে যবর ধরে পড়তে হয়। [৫ম ধাপ ৬নং নিয়ম]

[অক্ষর চিনে এবং সাকিন, তাশদীদ, যের, যবর, পেশ সহযোগে বানান করে পড়ার চেষ্টা করুন। তাজবীদগুলোর নিচে **‘নাম্বার’** এবং পাশে সেই নাম্বারের স্থানে যে তাজবীদ আছে তা উল্লেখ করে দেয়া আছে, সময় নিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ‘ধাপে’ ফিরে গিয়ে পুনরায় নিয়মগুলো পড়ে নিন।]

সূরা ইখলাস

- ১ ও ৩ ‘খাড়া যবর’ এক আলিফ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ২, ৪, ৫, ৭ ও ১১ নং এ ‘দুইটি’ নিয়ম আছে প্রথমটি- অষ্টম ধাপের দম ফেলার ২নং নিয়ম, আর এই নিয়মটি মানলেই ‘দালে’র উপর সাকিন হয়ে যায়, তখন মানতে হবে আরেকটি নিয়ম, ৫ম ধাপের চার নং নিয়ম ‘কলকলার হরফ ‘দাল’ সাকিন।
- ৬ পেশের বামে ওয়াও সাকিন এক আলিফ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৮ নুন সাকিনের গুন্না ছাড়া ইদগম। [৭ম ধাপ]
- ৯ উল্টা পেশ ‘মাদে আসলী’। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ১০ নুন সাকিনের ইজহার। [৭ম ধাপ]

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ١
১ ২

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ٢
৩ ৪

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ٣
৫ ৬ ৭

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ٤
৮ ৯ ১০ ১১

[এই সূরাটিতে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে কারণ ছোট ছোট আয়াত হওয়ায়, অনেক সময় আমরা দম না ছেড়েই ‘দম ছাড়ার নিয়মে পড়ে’ এক আয়াত থেকে আরেক আয়াতে চলে যায়, তাই খেয়াল রাখতে হবে যে, আমি প্রতিটি আয়াত পড়ার পর দম ছেড়ে দিয়েছি, যেহেতু দম না ছাড়লে একটু ভিন্ন নিয়মে পড়তে হয়।]

সূরা নাযিয়াত
[আয়াত ১৩-১৯]

فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ ١٣

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ؕ ١٤

৭ ৮ ৯ ১০

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ ١٥

১১ ১২ ১৩ ১৪

اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ ١٦

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۖ ١٧

২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۙ ١٨

২৫ ২৬ ২৭ ২৮

وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ ١٩

২৯ ৩০

- ১ ও ২২ ওয়াজিব গুন্না। [৭ম ধাপ]
- ২, ৫, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ২৩ ও ২৯ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৩ ও ২০ 'জীম' ও 'বা' সাকিনের কলকলা। [৫ম ধাপ]
- ৪ নুন সাকিনের গুন্না'সহ ইদগম। [৭ম ধাপ]
- ৬ ও ১০ দম ফেলা'র ৪নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]
- ৮ মীম সাকিনের ইখফা। [৭ম ধাপ]
- ১৯ ৬ষ্ঠ ধাপের 'মাদে এওয়াজ' + ৮ম ধাপের দম ফেলার ৩নং নিয়ম।
- ২৫ ৫ম ধাপের ২নং নিয়ম, সাকিনের পর তাশদীদ থাকলে সাকিন পড়া যাবে না।
- ২৬ 'ঢেউ' এর মতো ৩ আলিফ মাদের চিহ্ন। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ২৭ নুন সাকিনের ইখফা। [৭ম ধাপ]
- ১৪, ২৪, ২৮ ও ৩০ -এ দু'টি নিয়ম প্রযোজ্য, মাদে আসলী + দম ফেলা'র ৭নং নিয়ম। [৬ষ্ঠ + ৮ম ধাপ]

[নিয়মগুলির নিচে **'নাম্বার'** এবং পাশে 'সেই নাম্বারের স্থানে' যে **'নিয়ম'** আছে তা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট 'ধাপে' ফিরে গিয়ে পুনরায় নিয়মগুলো পড়ে নিন।]

তাজবীদ চিহ্ন ছাড়া অনুশীলন

এতক্ষণ সর্বাধিক ব্যবহৃত নিয়মগুলো 'তাজবীদ চিহ্নিত' সহকারে দেখানো হলো। এখন পরবর্তী সূরাগুলোতে **'তাজবীদ'** চিনে নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করুন।

সূরা ফীল

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ

الْفِيْلِ ﴿١﴾

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

[**সুত্র:** ১ম আয়াতে ২টি, ২য় আয়াতে ৩টি, ৩য় আয়াতে ৩টি, ৪র্থ আয়াতে ৬টি এবং ৫ম আয়াতে ২টি ‘নিয়ম’ আছে। খুঁজে বের করুন। প্রতিটি আয়াতে ‘দম’ ছেড়ে দিয়ে পড়ার নিয়ম ধরে ‘তাজবীদ’ গণনা করা হয়েছে, সব আয়াতে ‘দম’ না ফেললে এই সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।]

সূরা মাঊন

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

[**সুত্র:** ১ম আয়াতে ২টি, ২য় আয়াতে ৩টি, ৩য় আয়াতে ৪টি, ৪র্থ আয়াতে ২টি, ৫ম আয়াতে ৫টি, ৬ষ্ঠ আয়াতে ৩টি এবং ৭ম আয়াতে ৩টি 'নিয়ম' আছে। প্রতিটি আয়াতে 'দম' ছেড়ে দিয়ে পড়ার নিয়ম ধরে 'তাজবীদ' গণনা করা হয়েছে, সব আয়াতে 'দম' না ফেললে এই সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।]

সূরা কাউসার

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

[**সুত্র:** ১ম আয়াতে ৪টি, ২য় আয়াতে ১টি এবং ৩য় আয়াতে ৪টি ‘নিয়ম’ আছে। খুঁজে বের করুন। প্রতিটি আয়াতে ‘দম’ ছেড়ে দিয়ে পড়ার নিয়ম ধরে ‘তাজবীদ’ গণনা করা হয়েছে, সব আয়াতে ‘দম’ না ফেললে এই সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।]

সূরা কাফিরুন

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ۝٦

[**সুত্র:** ১ম আয়াতে ৩টি, ২য় আয়াতে ৩টি, ৩য় আয়াতে ৬টি, ৪র্থ আয়াতে ৫টি, ৫ম আয়াতে ৬টি এবং ৬ষ্ঠ আয়াতে ২টি ‘নিয়ম’ আছে। খুঁজে বের করুন। প্রতিটি আয়াতে ‘দম’ ছেড়ে দিয়ে পড়ার নিয়ম ধরে ‘তাজবীদ’ গণনা করা হয়েছে, সব আয়াতে ‘দম’ না ফেললে এই সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।]

সূরা নাসর

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ

فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

[**সুত্র:** ১ম আয়াতে ৪টি, ২য় আয়াতে ৯টি এবং ৩য় আয়াতে ৫টি ‘নিয়ম’ আছে। খুঁজে বের করুন। প্রতিটি আয়াতে ‘দম’ ছেড়ে দিয়ে পড়ার নিয়ম

ধরে ‘তাজবীদ’ গণনা করা হয়েছে, সব আয়াতে ‘দম’ না ফেললে এই সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।]

সূরা লাহাব

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۟ؕ ١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۟ؕ ٢

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۟ۚۖ ٣ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۟ۚ ٤

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۟ ٥

[**সূত্রঃ** ১ম আয়াতে ৪টি, ২য় আয়াতে ৮টি, ৩য় আয়াতে ৬টি, ৪র্থ আয়াতে ৫টি এবং ৫ম আয়াতে ১০টি **‘নিয়ম’** আছে। খুঁজে বের করুন।]

সূরা ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ ١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ ٢

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ ٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ

فِي الْعُقَدِ ۙ ٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ٥

[**সূত্রঃ** ১ম আয়াতে ৩টি, ২য় আয়াতে ৪টি, ৩য় আয়াতে ৬টি, ৪র্থ আয়াতে ৬টি এবং ৫ম আয়াতে ৬টি **‘নিয়ম’** আছে। খুঁজে বের

করুন। প্রতিটি আয়াতে 'দম' ছেড়ে দিয়ে পড়ার নিয়ম ধরে 'তাজবীদ' গণনা করা হয়েছে, সব আয়াতে 'দম' না ফেললে এই সংখ্যা কম বেশি হতে পারে এবং **এই ২টি সূরার প্রতিটি আয়াতের শেষে দুটি নিয়ম আছে,** একটি ৮ম ধাপের দম ফেলা'র ২নং নিয়ম এবং অন্যটি 'দম' ফেলার কারণে ৫ম ধাপে আলোচিত **'বা', 'দাল'** ও **'ক্বফ'** সাকিনের **'কলকলা'**।]

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿٢﴾

اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ ۙ﴿٤﴾

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿٥﴾

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

[সুত্র: **১**ম আয়াতে ৩টি, ২য় আয়াতে ২টি, ৩য় আয়াতে ৩টি, ৪র্থ আয়াতে ৪টি, ৫ম আয়াতে ৫টি এবং ৬ষ্ঠ আয়াতে ৩টি 'নিয়ম' আছে। খুঁজে বের করুন। প্রতিটি আয়াতে 'দম' ছেড়ে দিয়ে পড়ার নিয়ম ধরে 'তাজবীদ' গণনা করা হয়েছে, সব আয়াতে 'দম' না ফেললে এই সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।]

নামাজের অনুশীলন

সহীহভাবে ‘দোয়া-দরুদ’ ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না। আমরা অধিকাংশ ‘সাধারণ মানুষ’ বাংলায় লিখিত আরবী উচ্চারণ দেখে ‘দোয়া-দরুদ’ মূখস্ত করে থাকি। কিন্তু, আরবী অক্ষরগুলোর সঠিক মাখরাজ (উচ্চারণ) ও মাদ (দীর্ঘ উচ্চারণ) **‘কখোনই বাংলা উচ্চারণ থেকে বিশুদ্ধভাবে শেখা সম্ভব নয়’**। তাই বাংলায় লিখিত উচ্চারণ থেকে যারা নামাজে পড়ার জন্যে ‘দোয়া-দরুদ’ মুখস্ত করেছেন তারা, অবিলম্বে আরবী শিখে ‘তাজবীদ’ অনুযায়ী পুনরায় দোয়া-দরুদগুলো ‘আরবী’ থেকে মুখস্ত করার চেষ্টা করুন। আর আপনাদের সেই ‘চেষ্টা’য় সহযোগিতা করার জন্যেই এখানে ‘তাজবীদ’ চিহ্নিতসহ রুকু-সিজদার তাসবীহ, তাশাহুদ ও দরুদ শরীফ দেয়া হলো ঃ

তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

- ১ দুটি নিয়মঃ আল্লাহ শব্দে ‘লামে’র উচ্চারণ ও ‘খাড়া যবর’ এক আলিফ মাদে আসলী। [৫ম ও ৬ষ্ঠ ধাপ]
- ২ দম ফেলার ২নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]

সানা

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

- ১ কলকলা। [৫ম ধাপ]
- ২, ৫, ৬, ৭, ৯ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৩ দুটি নিয়মঃ আল্লাহ শব্দে ‘লামে’র উচ্চারণ ও ‘খাড়া যবর’ মাদে আসলী। [৫ম ও ৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৪ ওয়াজিব গুন্না। [৭ম ধাপ]
- ৮ তিন আলিফ মাদের চিহ্ন। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ১০ দম ফেলার ২নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]

আউজু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

- ১, ৩, ৪, ৭ ও ৮ মাদে আসলী। [৫ম ধাপ]
- ২ ও ৬ দুটি নিয়মঃ আল্লাহ শব্দে ‘লামে’র উচ্চারণ ও ‘খাড়া যবর’ মাদে আসলী। [৫ম ও ৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৫ ও ৯ দম ফেলার ৫নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]

রুকুর তাসবীহ

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

৪ ৩ ২ ১

রুকুর তাসমীহ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

৭ ৬ ৫

রুকুর তাহমীদ

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

৯ ৮

সিজদার তাসবীহ

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

১২ ১১ ১০

- ১ ও ১০ কলকলা। [৫ম ধাপ]
- ২, ৩, ৮ ও ১১ মাদে আসলী। [৫ম ধাপ]
- ৪ দম ফেলার ৫নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]
- ৫ দুটি নিয়ম: আল্লাহ শব্দে ‘লামে’র উচ্চারণ ও ‘খাড়া যবর’ মাদে আসলী। [৫ম ও ৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৬ নুন সাকিনের ইজহার। [৭ম ধাপ]
- ৭ দম ফেলার ৮নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]
- ৯ দম ফেলার ২নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]
- ১২ -এ দুটি নিয়ম: মাদে আসলী এবং দম ফেলার ৭নং নিয়ম। [৬ষ্ঠ ও ৮ম ধাপ]

[চিহ্নিত ‘নিয়মগুলো’ কোন ধাপে আলোচনা করা হয়েছে, তা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ‘ধাপে’ ফিরে গিয়ে পুনরায় নিয়মগুলো পড়ে নিন।]

তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

ড্যাশ (–) চিহ্নিত স্থানে দম ছেড়ে দেয়া ধরে 'তাজবীদ' উল্লেখ করা হয়েছে, এবং চিহ্নিত 'নিয়মগুলো' কোন ধাপে আলোচনা করা হয়েছে, তা'ও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট 'ধাপে' ফিরে গিয়ে পুনরায় নিয়মগুলো পড়ে নিন।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ -
১ ২ ৩ ৪ ৫

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِىُّ وَرَحْمَةُاللّٰهِ
৬ ৭ ৮

وَبَرَكَاتُهٗ - اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَا
৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

دِاللّٰهِالصّٰلِحِيْنَ - اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ
১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

اِلَّااللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهٗ
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭

وَ رَسُوْلُهٗ ○
২৮ ২৯

- ১, ৩, ৪, ৬, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ২১, ২৭ ও ২৮ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ২, ৮, ১৫ ও ২২ দুটি নিয়ম: আল্লাহ শব্দে 'লামে'র উচ্চারণ ও 'খাড়া যবর' মাদে আসলী। [৫ম ও ৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৫ ও ১৮ দম ফেলার ৫নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]
- ৭, ২৩ ও ২৪ ওয়াজিব গুন্না। [৭ম ধাপ]
- ১০ ও ২৯ দম ফেলার ৮নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]
- ১৯ নুন সাকিনের ইদগম। [৭ম ধাপ]
- ২০ তিন আলিফ মাদের চিহ্ন। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ২৫ নুন সাকিনের ইজহার। [৭ম ধাপ]
- ২৬ 'বা' সাকিনের কলকলা। [৫ম ধাপ]

[উল্লেখ্য যে, নামাজে 'তিন আলিফ' মাদের স্থানেও 'এক আলিফ' মাদ করা যায়]

দরুদ শরীফ

‘গোল’ (০) চিহ্নিত স্থানে দম ছেড়ে দেয়া ধরে ‘তাজবীদ’ উল্লেখ করা হয়েছে, এবং চিহ্নিত ‘নিয়মগুলো’ কোন ধাপে আলোচনা করা হয়েছে, তা’ও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ‘ধাপে’ ফিরে গিয়ে পুনরায় নিয়মগুলো পড়ে নিন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

مُحَمَّدٍ ۰ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۰

১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২

مُحَمَّدٍ ۰ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى

৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১

اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۰

৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০

- ১ ও ২৫ দুটি নিয়ম: আল্লাহ শব্দে ‘লামে’র উচ্চারণ ও ‘খাড়া যবর’ মাদে আসলী। [৫ম ও ৬ষ্ঠ ধাপ]
- ২, ৪, ৮, ২০, ২৬, ২৯, ৩৩ ও ৪৬ ওয়াজিব গুন্না। [৭ম ধাপ]
- ৩, ৭, ১০, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৭ ও ৪৯ মাদে আসলী। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৫, ২২, ৩০ ও ৪৮ নুন সাকিনের ইদগম। [৭ম ধাপ]
- ৬, ১১, ১৫, ৩১, ৩৭ ও ৪১ তিন আলিফ মাদের চিহ্ন। [৬ষ্ঠ ধাপ]
- ৯ ও ৩৩ ‘দুটি’ নিয়ম: প্রথমটি- অষ্টম ধাপের দম ফেলার ২নং নিয়ম, আর এই নিয়মটি মানলেই ‘দালে’র উপর সাকিন হয়ে যায়, তখন মানতে হবে ৫ম ধাপের ৪র্থ নিয়ম ‘কলকলা’।
- ১২, ১৭, ৩৮ ও ৪৩ কলকলা। [৫ম ধাপ]
- ২৪ ও ৫০ দম ফেলার ৫নং নিয়ম। [৮ম ধাপ]

[উল্লেখ্য যে, নামাজে ‘তিন আলিফ’ মাদের স্থানেও ‘এক আলিফ’ মাদ করা যায়]

মনে রাখার সুবিধার্থে পুনরায় কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো

- **হরফ** = আরবী বর্ণমালা বা অক্ষরগুলোকে হরফ বলা হয়।
- **হরকত** = যের, যবর ও পেশ'কে হরকত বলা হয়।
- **তানবীন** = দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ'কে তানবীন বলা হয়। তানবীনের প্রথমটি 'হরকত' আর দ্বিতীয়টি 'নুন সাকিন'।
- **সাকিন** = এক অক্ষরকে আরেক অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়ার জন্যে ব্যবহৃত চিহ্নকে ^ সাকিন বলা হয়। সাকিনের কাজ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'হসন্তে'র (্) মতো।
- **তাশদীদ** = এক অক্ষরকে আরেক অক্ষরের সাথে যুক্ত করতে ব্যবহৃত চিহ্নকে ّ 'তাশদীদ' বলা হয়।
- ওয়াক্বফ = দাঁড়ি, থামা, বা দম ফেলাকে ওয়াক্বফ বলা হয়।

বাংলা এবং আরবী সংখ্যা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

এই অংশে কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হলো যা সকল কুরআন পাঠকারীর জন্যে জানা থাকা জরুরী।

মনযিল কাকে বলে?

'মনযিল' مَنْزِلٌ শব্দটির অর্থ 'গন্তব্য'। যারা প্রতি সপ্তাহে কুরআন খতম করতে চান, তাদের প্রতিদিনের পড়ার পরিমাণ হিসাব করার সুবিধার্থে কুরআন মাজীদকে ৭টি অংশে ভাগ করা হয়েছে, এই ৭ ভাগের একেকটি অংশকে একেকটি 'মনযিল' বলা হয়। অনেক সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এই ৭ ভাগ অনুসরণ করে 'প্রতি ৭ দিনে একবার' কুরআন খতম করতেন।

৭টি মনযিল নিম্নরুপ ঃ

মনযিল-১ : সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসা (১-৪নং) পর্যন্ত মোট ৪টি সূরা।

মনযিল-২ : সূরা মায়িদাহ থেকে সূরা তাওবাহ (৫-৯নং) পর্যন্ত মোট ৫টি সূরা।

মনযিল-৩ : সূরা ইউনুস থেকে সূরা নাহল (১০-১৬নং) পর্যন্ত মোট ৭টি সূরা।

মনযিল-৪ : সূরা বানী ইসরাইল থেকে সূরা ফুরকান (১৭-২৫নং) পর্যন্ত মোট ৯টি সূরা।

মনযিল-৫ : সূরা শূআরা থেকে সূরা ইয়াসীন (২৬-৩৬নং) পর্যন্ত মোট ১১টি সূরা।

মনযিল-৬ : সূরা সফফাত থেকে সূরা হুজরাত (৩৭-৪৯নং) পর্যন্ত মোট ১৩টি সূরা। এবং

মনযিল-৭ : সূরা ক্বফ থেকে সূরা নাস (৫০-১১৪নং) পর্যন্ত মোট ৬৫টি সূরা।

পারা কাকে বলে?

৩০ দিনে কুরআন খতমের জন্যে, পাঠকারীদের প্রতিদিনের পড়ার হিসাব রাখার সুবিধার্থে কুরআন মাজীদকে ৩০ অংশে ভাগ করা হয়েছে। এই ৩০ ভাগের একেক 'ভাগ'কে একেকটি 'পারা' বলা হয়। 'পারা' ফারসী শব্দ, আরবীতে 'পারা'কে 'জুয' جزء বলা হয়, যার বাংলা অর্থ 'খন্ড'।

পারা'গুলো যেসব স্থানে শুরু ও শেষ হয়েছে :

পারা	শুরুর স্থান সূরা ও আয়াত নং	শেষের স্থান সূরা ও আয়াত নং		পারা	শুরুর স্থান সূরা ও আয়াত নং	শেষের স্থান সূরা ও আয়াত নং
১	ফাতিহা ১	বাকারা ১৪১		১৬	কাহফ ৭৫	ত্ব হা ১৩৫
২	বাকারা ১৪২	বাকারা ২৫২		১৭	আম্বিয়া ১	হাজ্জ্ব ৭৮
৩	বাকারা ২৫৩	ইমরান ৯১		১৮	মুমিনুন ১	ফুরকান ২০
৪	ইমরান ৯২	নিসা ২৩		১৯	ফুরকান ২১	নামল ৫৯
৫	নিসা ২৪	নিসা ১৪৭		২০	নামল ৬০	আনকাবুত ৪৪
৬	নিসা ১৪৮	মায়িদা ৮২		২১	আনকাবুত ৪৫	আহযাব ৩০
৭	মায়িদা ৮৩	আনআম ১১০		২২	আহযাব ৩১	ইয়াসিন ২১
৮	আনআম ১১১	আরাফ ৮৭		২৩	ইয়াসিন ২২	যুমার ৩১
৯	আরাফ ৮৮	আনফাল ৪০		২৪	যুমার ৩২	হা মীম সাজদাহ ৪৬

১০	আনফাল ৪১	তাওবা ৯৩		২৫	হা মীম সাজদাহ ৪৭	জাসিয়া ৩৭
১১	তাওবা ৯৪	হুদ ৫		২৬	আহকাফ ১	যারিয়াত ৩০
১২	হুদ ৬	ইউসুফ ৫২		২৭	যারিয়াত ৩১	হাদীদ ২৯
১৩	ইউসুফ ৫৩	হিজর ১		২৮	মুজাদালাহ ১	তাহরীম ১২
১৪	হিজর ২	নাহল ১২৮		২৯	মূলক ১	মুরসালাত ৫০
১৫	বানী ইসরাইল ১	কাহফ ৭৪		৩০	নাবা ১	নাস ৬

রুকু কাকে বলে?

আরবী ‘আইন’ অক্ষর দিয়ে প্রকাশিত এই ع চিহ্নটিকে ‘আইন ওয়াকফে রুকু’ বলা হয়। এটি একটি ওয়াক্বফ (বিরতি) চিহ্ন, কিন্তু এই চিহ্নটি শুধুমাত্র উপ-মহাদেশীয় কুরআন মাজীদগুলোতে ব্যবহৃত হয়। সৌদী আরবের কুরআন মাজীদে এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয় না।

‘আইন ওয়াকফে রুকু চিহ্নটি কারা, কখন, কেন প্রচলন করেন এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে যে, হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে রাশিয়ার বুখারা অঞ্চলের আলেমগণ রমজান মাসে তারাবী’র নামাজে একজন হাফেজ কী পরিমাণ তিলাওয়াত করার পর রুকু’তে যাবেন তা এই চিহ্নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, এবং অর্থবোধের প্রতি লক্ষ রেখে কুরআন মাজীদকে তারা মোট ৫৪০টি রুকু’তে বিভক্ত

করেন। ফলে প্রতি রাকাআতে ১ রুকু করে ২০ রাকাআতে ২০টি রুকু' হিসাবে মোট ৫৪০টি রুকু দিয়ে ২৭ রমজান রাত্রিতে কুরআন খতম করা হতো।

বর্তমানে হাফেজগণ তারাবী'তে এই রুকু অনুযায়ী পড়েন না, তারা 'পারা' অনুযায়ী পড়ে ২৭ রমজানে কুরআন খতম করে থাকেন। একজন সাধারণ পাঠকারীর এই চিহ্নটি মেনে পড়া জরুরী নয়, কারণ মূল কুরআনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে কেউ চাইলে চিহ্নটিকে নিজের প্রতিদিনের পড়ার মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।

মাক্কী ও মাদানী সূরা কাকে বলে?

যেসব সূরা রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হিজরতের পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়েছিল সেই সকল সূরাগুলিকে 'মাক্কী' সূরা বলা হয়। 'মাক্কী' সূরার মোট সংখ্যা ৮৬টি।

অন্যদিকে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হিজরতের পর মদীনায় যে সকল সূরা নাযিল হয়েছিল সে সকল সুরাগুলিকে 'মাদানী' সূরা বলা হয়। 'মাদানী' সূরার মোট সংখ্যা ২৮টি।

কুরআনের কোন আয়াত সর্ব প্রথম নাযিল হয়?

নিম্নে উল্লেখিত সূরা আলাকে'র প্রথম ৫ আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয় ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ﴿۳﴾

الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿۴﴾

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ﴿۵﴾

কুরআন মাজীদের কিছু পরিসংখ্যান

কুরআন মাজীদের কিছু পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- **কুরআন নাযিলের সময়কাল :** কুরআন নাযিল শুরু হয় ৬১০ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রায় দীর্ঘ ২২/২৩ বছর যাবত পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন আয়াত নাযিলের পরিসমাপ্তি ঘটে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে।
- **মোট সূরা :** ১১৪টি, এর মধ্যে মক্কায় নাযিল হয় ৮৬টি এবং মদীনায় নাযিল হয় ২৮টি সূরা।
- **মোট মনযিল :** ৭টি।
- **মোট পারা :** ৩০টি।

কুরআন পড়ার আদব

কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম, কুরআন পড়া মানে আপনি আল্লাহ তায়ালার সাথে অবস্থান করছেন, আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা 'আপনার জবান দিয়ে' আপনার সাথে কথা বলছেন! সুতরাং কুরআন পাঠের সময় কিছু আদবের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী, যেমন:

- পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন।
- আউজুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ'র সাথে পড়া শুরু করা, কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ,"তোমরা যখন কুরআন পড়া শুরু করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা'র নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে"। [সূরা নাহল ৯৮]
- তিলাওয়াত করবেন থেমে থেমে, যেন আয়াতের অর্থবোধ আপনার অন্তরে প্রবেশের অবকাশ পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ," আর কুরআন পাঠ করো থেমে থেমে"। [সূরা মুজ্জাম্মিল ৪]
- কুরআন যথাসম্ভব সুর করে তিলাওয়াতের জন্যে সচেষ্ট থাকবেন, কারণ রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, " সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কুরআন সুর করে পড়ে না" [বুখারী ৭৫২৭, আবু দাউদ ১৪৭১]। এই হাদীসটি যারা এখনো পড়া শিখছেন বা শেখার পর কেবল পড়া শুরু করেছেন কিন্তু এখনো জানেন না কীভাবে সুর করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে বোঝানো হয়নি। এটি শুধুমাত্র 'যারা ভালোভাবে পড়া শিখে ফেলেছেন' কিন্তু সুর করে পড়ার ক্ষেত্রে গাফিলতি করছেন কিংবা সচেষ্ট নন তাদের জন্যে প্রযোজ্য।
- যতক্ষণ পড়ায় মনযোগিতা থাকে ততক্ষণ পড়ুন। মনযোগে ব্যাঘাত ঘটলে বা বিরক্তিবোধ অনুভুত হলে আর পড়া দীর্ঘায়িত করবেন না। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদাত মনের চাহিদার অনুকুল হয় তিলাওয়াত করতে থাক এবং মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটলে পড়া ত্যাগ কর"। [বুখারী ৫০৬০, মুসলিম ২৬৬৭]
- জাহান্নাম ও বিভিন্ন শাস্তির আয়াত পড়ার সময় থেমে সেটা থেকে আল্লাহ তায়ালা'র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। এ সময়ের দোয়া কবুল হয়ে যায়।

- সিজদা'র আয়াত পড়ার সময় থেমে, একটি সিজদা করে নিবেন।
- খুব দ্রুত কুরআন খতম করবেন না, কারণ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "তিন দিনের কম সময়ে যে লোক কুরআন পাঠ করল সে কুরআনের কিছুই বুঝেনি" [তিরমিজী ২৯৪৯, আবু দাউদ ১২৬০]। অপর এক হাদীসে আছে রসুলুল্লাহ (সা:) ৪০ দিনে কুরআন খতম করার নির্দেশ দিতেন।
  আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা:) তাকে বলেছেন "তুমি চল্লিশ দিনে কুরআন পাঠ (শেষ) করবে"। [তিরমিজী ২৯৪৭, আবু দাউদ ১২৬১]
- কুরআন অর্থ বুঝে পড়বেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে (অর্থাৎ অন্তরে) প্রবেশ করবে না"। [বুখারী ৫০৫৮]
- হৈ হট্টগোলের মধ্যে তিলাওয়াত করবেন না, সম্ভব হলে গভীর রাতে তিলাওয়াত করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "অবশ্যই রাতে বিছানা ত্যাগ আত্মসংযমের জন্যে বেশি কার্যকর এবং এ সময় (কুরআন) পাঠেরও সুবিধা বেশি"। [সূরা মুজ্জাম্মিল ৬]
- কেউ বিরক্ত হতে পারে এরকম কোন স্থানে তিলাওয়াত করবেন না।
- তিলাওয়াত নীরবে অথবা উচ্চ স্বরে উভয়ভাবেই করা যায়। রসুলুল্লাহ (সা:) উচ্চ স্বরে তিলাওয়াতকারীকে প্রকাশ্যে দানকারী ও নীরবে তিলাওয়াতকারীকে গোপনে দানকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। [সুনান আত তিরমিজী ২৯১৯]

তিলাওয়াতের সিজদা'র নিয়ম ও দোয়া

পবিত্র কুরআনে মোট ১৪টি 'তিলওয়াতের সিজদা' আছে, কেউ কেউ বলেন ১৫টি। এই '১৪/১৫টি আয়াত' যেগুলো পড়লে বা শুনলে সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। তিলাওয়াতের সিজদা নামাযের সিজদার মতই, কিবলার দিকে ফিরে আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় গিয়ে 'নামাযের সিজদার তাসবীহ'সহ যেকোন দোয়া পড়া যায়। এরপর আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠাতে হয়, কোন 'সালাম' বা 'তাশাহুদ' কিছুই পড়তে হয় না। তিলাওয়াতের সিজদা একবার দিতে হয়, দুইবার নয়।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তিলাওয়াতের সিজদাহ

আশিয়া (রাঃ) বলেছেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা করতেন এবং সিজদাতে বারবার বলতেন "আমার মুখমন্ডল সেই মহান সত্তার প্রতি সিজদা অবনত হলো, যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন" [আবু দাউদ ১৪১৪]।

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর তিলাওয়াতের সিজদায় বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্নসমর্পণ করলাম এবং তুমিই আমার প্রভু। আমার মুখমন্ডল সেই মহান সত্তাকে সিজদা করলো, যিনি এর কানের শ্রবণ শক্তি ও চোখের দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান" [ইবনে মাজাহ ১০৫৪]।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "আমি নবী (সাঃ) এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি গাছের গোড়ায় নামাজ পড়ছি এবং তাতে আমি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছি। আমি সিজদা করলাম এবং গাছটিও আমার অনুরূপ সিজদা

করলো। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম, **‘হে আল্লাহ্! এই সিজদার বিনিময়ে আমার গুনাহ মুছে দিন, আমার জন্য পূণ্য লিপিবদ্ধ করুন এবং এটা আপনার নিকট জমা রাখুন’**। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (এরপর অন্য একদিন) আমি নবী (সাঃ) কে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা দিতে দেখেছি **এবং সিজদায় সেই দুআ করতে শুনলাম, গাছটির যে দুআ ঐ ব্যক্তি তাঁকে অবহিত করেছিল”** [ইবনে মাজাহ ১০৫৩]।

কুরআন পড়ায় যেসব ভুল থেকে সতর্ক থাকতে হবে

কুরআন পড়ায় সাধারণত যেসব ভুল হয়ে থাকে সেগুলোকে ‘লাহনে জালী ও ‘লাহনে খফী’ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আরবী ‘লাহন’ শব্দের অর্থ ‘ভুল’, আর ‘জালী’ শব্দের অর্থ ‘বড়’ বা ‘মারাত্নক’ এবং ‘খফী’ শব্দের অর্থ ‘ছোট’। তাহলে বাংলায় কুরআন পড়ার ভুলগুলোকে ‘বড় বা মারাত্নক’ ও ‘ছোট’ এই দুই নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসুন আমরা জেনে নিই কোনগুলো ‘মারাত্নক’ আর কোনগুলো ‘ছোট’ ভুল, যেন আমরা সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

লাহনে জালী

কুরআন পড়ার যেসব ‘অবশ্যই পালনীয় নিয়ম-নীতি’ আছে সেগুলোর লংঘন করাকে ‘লাহনে জালী’ বা বড় ভুল বলা হয়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- এক অক্ষরের স্থলে আরেক অক্ষর পড়া,
- কোন অক্ষর বাড়িয়ে দেয়া যেমন **اَحَدٌ** ‘আহাদ’ শব্দটি উচ্চারণ করার সময় ‘আ’ বলে হাদ বলতে এক মুহূর্তও

দেরী করলে ‘আ’ এর আলিফের সাথে আরেকটি ‘আলিফ’ যোগ হয়ে উচ্চারণ হয়ে গেল اَاحَدٌ ‘আ-হাদ’,

- কোন অক্ষর এর উচ্চারণ কমিয়ে দেয়া যেমন, يُوْلَدُ ‘ইউ-লাদ’ কে يُلَدُ ‘ইউলাদ’ পড়া, এখানে ‘অয়াও পেশের’ উচ্চারণ বাদ পড়ে গেল,
- যের, যবর, পেশ ও সাকিনের একটির স্থানে আরকেটি পড়া যেমন, اِهْدِنَا ‘ইহ্দিনা’ শব্দটিকে اِهِدِنَا ‘ইহিদিনা’ পড়া, এখানে ‘হা’ এ সাকিনের স্থানে ‘যের’ হয়ে গেল,
- তাশদীদ যুক্ত অক্ষরকে বিনা তাশদীদে পড়া,
- মাদে’র স্থানে মাদ না করা এবং মাদ নেই এরকম স্থানে মাদ করা।

এ ধরণের ভুল পড়া হলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই পড়া ও নামাজ উভটায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বড় গুনাহ হয়ে যায়। সুতরাং পড়ার সময় এসব ভুল থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ।

লাহনে খফী

কুরআন পড়ার যেসব ‘গুরুত্বপূর্ণ’ কিন্তু ‘অবশ্যই পালনীয় নয়’ তাজবীদ বা নিয়ম-নীতি আছে সেসব নিয়ম যথাযথভাবে আদায় না করাকে ‘লাহনে খফী’ বা ‘ছোট ভুল’ বলা হয়। কয়েকটি লাহনে খফীর উদাহরণ:

- মোটা অক্ষরগুলোকে পাতলা পড়া যেমন ‘খ’ যাবার ‘খ’ না পড়ে ‘খা’ পড়া, ‘র’ যাবার ‘র’ না পড়ে ‘রা’ পড়া,
- ইক্বলাব, ইদগম ও ইখফা’র নিয়ম না মেনে পড়া, যেমন ইখফার ‘নুন সাকিন’কে ‘ং’ (অনুস্বর) না পড়ে ‘নুন সাকিন’ই পড়া ইত্যাদি।

এইসব নিয়ম না মেনে পড়লে অর্থের কোন পরিবর্তন না হওয়ায়, নামাজ ও পড়ার কোন ক্ষতি হয় না। তবে এরকমভাবে পড়া ‘মাকরুহ’ (ঠিক নয়), তাই ‘লাহনে খফী’ ভুলগুলোও যেন না হয় সে বিষয়েও সচেষ্ট থাকতে হবে।

উভয় ভুল থেকে বেঁচে থাকার জন্যে নিয়মিত কুরআন পড়তে হবে এবং বিভিন্ন ক্বারীদের তিলাওয়াত শুনতে থাকতে হবে। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত শোনার সব থেকে বড় লাভ হলো, এতে অনেক 'জটিল' উচ্চারণ সহজ হয়ে যায় এবং মাদ, মাখরাজ ও অন্যান্য তাজবীদসমূহ তিলাওয়াতকারী কিভাবে আদায় করছেন সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুরআন শেখা ও পাঠ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা ও রসুলুল্লাহ (সা:) কুরআন শেখা ও পাঠ করার বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেছেন। আমরা জানি আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিলের শুরুই করেছেন 'পড়' এই নির্দেশনা দিয়ে। কুরআন না পড়ার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবেন। "বান্দা বলবে হে আমার রব! আমি তো (দুনিয়াতে) চক্ষুসমান ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে ছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।" [সূরা ত্বহা ১২৪-১২৬]।

শেখা ও পড়া 'কষ্টকর' এবং ভুল হয়ে গেলে 'গুনাহ হয়ে যাবে' ভেবে কুরআন শেখা ও পড়া থেকে বিরত থাকবেন না। 'আল্লাহ তায়ালা বান্দাগণকে সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছুই চাপিয়ে দেন না' [সূরা বাকারা ২৮৬]। কুরআন পড়া শেখা 'ভাবতে' কঠিন মনে হলেও, কয়েকটি নিয়ম শিখে নিলেই এটা কিন্তু আর কঠিন মনে হওয়ার কথা নয়। আর সাময়িক কষ্টের জন্যেও আল্লাহ তায়ালা দুটি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন, বলা হয়েছে, "কঠোর ও

কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ কুরআন পাঠ করে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার" [মুসলিম ১৭৩৫, ১৭৪৮] ।

অন্যদিকে যারা কুরআন ভালোভাবে পড়তে ও বুঝতে পারেন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ফেরেশতাদের দৃষ্টিতে দেখেন! "কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতাদের সাথে থাকবে যারা আল্লাহ তায়ালার অনুগত, মর্যাদাবান এবং লেখক। [মুসলিম ১৭৩৫, ১৭৪৭]

কুরআন তিলাওয়াত করতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশনা

- "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"। [সূরা আলাক ১]
- "(আদেশ করা হয়েছে) আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি"। [সূরা নামল ৯২]
- "আর কুরআন পাঠ কর সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে"। [সূরা মুযযাম্মিল ৪]
- "আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন"। [সূরা কাহফ]
- "কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য ঔষধ ও রহমত স্বরূপ"। [সূরা বানী ইসরাইল ৮২]
- "কসম (তাদের) যারা কিতাব তিলাওয়াত করে"। [সূরা সফফাত ৩]
- "আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না"। [সূরা আ'লা ৬]

হাদীসের আলোকে কুরআন শেখা ও তিলাওয়াতের গুরুত্ব

- সূরা বাকারা ও সূরা ইমরান কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত থাকবে এবং পাঠকারীর পক্ষ থেকে আল্লাহর তায়ালার সাথে বাদানুবাদ করবে। [জামে তিরমিজি ২৮৮৩]
- সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। [সহীহ বুখারী]
- রমজান মাসের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আঃ) নবী (সা:) কে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। [বুখারী ১৯০২, ৩২২০]
- আল্লাহ তায়ালার কিতাব থেকে দুটি আয়াত শিক্ষা করলে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট উজ্জল বর্ণের সুন্দর দুটি উটনীর চেয়েও উত্তম। [আবু দাউদ ১৪৫৬]
- যে যত বেশী আয়াত জানবে জান্নাতে তার মর্যাদা ও বাসস্থান তত উচ্চে হবে। [আবু দাউদ ১৪৬৪]
- কুরআন হয় মানুষের পক্ষে শাফায়াত করবে অথবা বিপক্ষে। [মুসলিম ৪২৭]
- "যে লোক জ্ঞান অর্জনের পথে বের হয়, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোন দল মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে তখন তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহ তায়ালার রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রাখে। [তিরমিজী ২৯৪৫]

কুরআন তিলাওয়াতে প্রশান্তি নাযিল হওয়ার একটি ঘটনা

বারা (রা:) থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করছিলো। আর তার নিকটেই একটি ঘোড়া বাঁধা ছিলো। সে সময় একখন্ড মেঘ এসে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলল এবং তা চক্কর দিতে লাগল ও নিকটবর্তী হতে লাগল। তার ঘোড়াটি এ কারণে ভয়ে ছটফট করছিলো। ভোর হলে লোকটি রসুলুল্লাহ (সা:) এর নিকটে বিষয়টি আলোচনা করল। তখন রসুলুল্লাহ

(সা:) বললেন, সেটা ছিলো সাকীনা (প্রশান্তি) যা তোমার কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিলো। [সহীহ মুসলিম ই:ফা ১৭২৯]

অন্য আরেকটি হাদীসে আছে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত যে, উসায়দ ইবনু হুযায়র (রা:) যখন তাঁর আস্তাবলে (ঘোড়া রাখার স্থানে) তিলাওয়াত করছিলেন, তখন হঠাৎ তার ঘোড়াটি অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। তিনি আবার তিলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আবারও অস্থির হয়ে উঠল। এরপর তিনি পুনরায় তিলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আরো অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। উসায়দ (রা:) বলেন, আমার এমন আশংকা হল যে, ঘোড়া (ওখানে কাছেই শুয়ে থাকা আমার পূত্র) ইয়াহিয়াকে মাড়িয়ে দিতে পারে তাই আমি উঠে তার (ঘোড়ার) কাছে গেলাম। তখন দেখলাম যে, আমার মাথার উপরে একটি প্রদীপের মত কিছু, যার মাঝে প্রদীপের ন্যায় কিছু শূন্যে লটকে রয়েছে। পরে আমি তা আর দেখলাম না।

উসায়দ (রা:) বলেন, সকালে আমি রসুলুল্লাহ (সা:) এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রসুলুল্লাহ (সা:), গত মাঝরাতে যখন আমি আমার আস্তাবলে তিলাওয়াত করছিলাম, হঠাৎ আমার ঘোড়া অস্থির হয়ে উঠল। রসুলুল্লাহ (সা:) বললেন, ইবনু হুযায়র! পাঠ করতে থাকতে, তিনি বললেন, আমি পাঠ করতে থাকলাম, ঘোড়াটি আরো অস্থির হয়ে উঠল। রসুলুল্লাহ (সা:) বললেন, ইবনু হুযায়র! পাঠ করতে থাকতে, তিনি বলেন, আমি আবার পাঠ করতে থাকলাম, ঘোড়াটি আরো বেশি অস্থির হয়ে উঠল। রসুলুল্লাহ (সা:) বললেন, ইবনু হুযায়র! তুমি পাঠ করতে থাকতে! ইবনু হুযায়র (রা:) বলেন, তখন আমি পাঠ সমাপন করলাম।

(আমার ছেলে) ইয়াহয়া ঘুমিয়ে ছিল ঘোড়াটির কাছে। তাই আমার আশংকা হলো যে, সে তাকে মাড়িয়ে দিতে পারে। আমি তখন দেখলাম একটি 'চাঁদোয়ার মতো' যার নিচে যেন অনেক

প্রদীপ ঝুলে রয়েছে। পরে আর তা দেখতে পেলাম না। রসুলুল্লাহ (সা:) তখন বললেন, ওরা ছিলো ফেরেশতা! তারা তোমার তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তুমি যদি তিলাওয়াত করতে থাকতে তবে তারা সকাল পর্যন্ত থেকে যেত এবং লোকেরা তাদেরকে (ফেরেশেতাদের) দেখে ফেলতো! তাঁরা (ফেরেশতাগণ) লোকদের নিকট থেকে আত্মগোপন করত না! [সহীহ মুসলিম ই:ফা ১৭৩২]

আয়াত ভুলে গেছি বলা অপছন্দনীয়

কুরআনের কোন আয়াত ভুলে গেলে "আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি" একথা বলা রসুলুল্লাহ (সা:) অপছন্দ করতেন বরং **"আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে"** একথা বলতে তিনি নির্দেশ দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, 'আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি"। (বরং বলা উচিত) 'তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে'। তোমরা স্মরণ রাখার জন্যে অনবরত কুরআন পাঠ করবে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, উট যেভাবে রশি থেকে ছাড়া পেয়ে পালায়, এটা (কুরআন) মানুষের হৃদয় থেকে তার চাইতেও বেশি পলায়নপর"। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭২৭, ১৭২৮]

আয়িশা (রা:) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী (সা:) মসজিদে জনৈক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলেন। তিলাওয়াত শুনে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। সে আমাকে এমন

একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমার স্মৃতি থেকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল’। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭২৩]

আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, “তোমরা কুরআন মুখস্তের প্রতি লক্ষ রাখ। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, সেই মহান সত্তার শপথ, কুরআনের মুখস্থ আয়াতসমূহ মানুষের মন থেকে পা বাঁধা উটের চেয়েও অধিক পলায়নপর”। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭২৯]

কুরআন পাঠকারী ও না পাঠকারী’র পার্থক্য এবং কুরআন পাঠের ফজিলত

আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে মু’মিন আল কুরআন মাজীদ পাঠ করে তার উদাহরণ হলো কমলা লেবু, যা স্বাদে ও গন্ধে উত্তম, আর যে মু’মিন আল কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ হলো খেজুর, যার সুগন্ধ না থাকলেও স্বাদে মিষ্ট। আর যে মুনাফিক আল কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হলো রায়হানাহ ফুল, যার সুগন্ধি আছে কিন্তু স্বাদ তিক্ত, আর যে মুনাফিক আল কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ হলো হানযালাহ (মাকাল ফল), যার কোন সুগন্ধি নেই এবং স্বাদও খুব তিক্ত”। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭৪৫]

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি সূরা আল কাহফ এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে”। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭৬৮]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন জিবরীল (আঃ) নবী (সাঃ) এর কাছে বসেছিলেন, এমন সময় উপর দিক থেকে একটি প্রচন্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে তিনি বললেন, 'এটি আসমানের এমন একটি দরজা যা আজকেই প্রথম খোলা হলো, এর আগে আর কখনোই তা খোলা হয়নি'। দরজাটি দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে আসলেন যিনি আজকের আগে আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি। এরপর সেই ফেরেশতা নবী (সাঃ) এর নিকট এসে সালাম দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আপনাকে দেয়া দু'টি নূরের (দুটি আলোর) সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। ঐ দু'টি নূর হলো সূরা আল ফাতিহা এবং সূরা আল বাকারা'র শেষাংশ। এর যে কোন হারফ আপনি পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে'। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭৬২]

আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহর পাশে আবু মাসউদ (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ পেয়ে তাকে বললাম সূরা আল বাকারার দু'টি আয়াত সম্পর্কে আপনার বর্ণিত একটি হাদীস আমি জানতে পেরেছি। আসলে সেটা হাদীস কিনা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সূরা আল বাকারা'র শেষ দুটি আয়াত যে ব্যক্তি কোন রাতে পড়বে, সে রাতে সেটা তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে"। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭৬৩]

আবু উমামাহ আল বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "তোমরা কুরআন পাঠ কর, কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন, পাঠকারী'র জন্য শাফা'আতকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি উজ্জ্বল সূরা (আল বাকারা ও আল ইমরান) পড়। কিয়ামতের দিন এ দুটি সূরা এমনভাবে আসবে যেন তা দু'খন্ড মেঘ অথবা দু'টি ছায়াদানকারী অথবা দুই ঝাক উড়ন্ত পাখি যা পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। আর তোমরা

সূরা আল বাকারা পাঠ কর, এ সূরাটিকে গ্রহণ করা বারাকাতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ, বাতিলের অনুসারীগণ এর মোকাবেলা করতে পারে না”। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭৫৯]

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে যারা আল্লাহ তায়ালার অনুগত, মর্যাদাবান ও লেখক। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তার জন্য কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বারবার তা পড়ে, সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার”। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭৪৭]

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী (রাঃ) বলেন, “মক্কা বিজয়ের বছর সফরকালে নবী (সাঃ) সওয়ারীতে বসে সূরা আল ফাতহ পড়ছিলেন। আর কিরাআতে তিনি তারজী (দ্বিরুক্তি/সুরের উঠা নামা) করছিলেন। মু'আবিয়াহ ইবনে কুররাহ বলেছেন আমি যদি আমার পাশে অধিক মাত্রায় লোকজনের জমায়েত হওয়ার আশঙ্কা না করতাম তাহলে নবী (সাঃ) যেভাবে কিরআত করেছিলেন সেভাবে কিরআত করে তোমাদেরকে শুনাতাম”। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭৩৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, মহান আল্লাহ এতটা খুশি হন না, যতটা খুশি হয়ে থাকেন সুকণ্ঠের অধিকারী কোন নবীর প্রতি, যিনি সুললিত কণ্ঠে ও সশব্দে তিলাওয়াত করে থাকেন। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭৩২]

না বুঝে কুরআন পাঠ করা

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে, তাদের সওমের তুলনায়

তোমাদের সওমকে এবং তাদের আমালের তুলনায় তোমাদের আমালকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, **কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে** (অর্থাৎ অন্তরে) **প্রবেশ করবে না।** এরা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর, ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর শিকারী সেই তীরের আগা পরীক্ষা করে দেখতে পায়, তাতে কোন চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশে নজর করে, অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। শেষে ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে"। [সহীহ বুখারী (তাঃ প্রঃ) ৫০৫৮]

আবু ওয়াইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত, নাহীক ইবনে সিনান নামে জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট এসে বলেন, হে আবদুর রহমানের পিতা, নিম্নোক্ত শব্দটি আপনি কীভাবে পড়েন, 'আলিফ সহযোগে না ইয়া সহযোগে مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ অথবা مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ বর্ণনাকারী আবু ওয়াইল (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, এ শব্দটি ছাড়া তুমি কি কুরআনের সবটুকু আয়ত্ত করে ফেলেছ? সে বলল, আমি তো মুফাস্‌সাল সূরাসমূহ (সূরা ক্বফ থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত প্রায় ৩৬টি সূরা) এক রাকাআতেই পড়ি। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, 'কবিতা পড়ার ন্যায় দ্রুত গতিতে? কোন কোন লোক কুরআন পড়ে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। বরং (সুষ্ঠুভাবে পড়লে) তা যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং উপকারে আসে। সলাতের মধ্যে রুকু-সিজদা হলো সর্বাধিক ফযীলত পূর্ণ। রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা আমি অবশ্যই জানি। তিনি প্রতি রাকাআতে দু'টি সূরা মিলিয়ে পড়তেন'। [সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী ১৭৯৩]

উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে কুরআন মাজীদ সহীহভাবে ও অর্থ বুঝে পড়ার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। কুরআনে বর্ণিত মুত্তাকীদের পরিচয় এবং বিচার দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করলে যেসব কাজ করতে হবে ও যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে তা উল্লেখ করে আমার লেখনীর পরিসমাপ্তি করতে চাই।

মুত্তাকীদের পরিচয়

"তোমরা তোমাদের মুখমন্ডলসমূহ পূর্ব দিকে ফেরাও আর পশ্চিম দিকে, এতেই কিন্তু সব পূণ্য নিহিত নেই। কিন্তু আসল পূণ্য হচ্ছে এই যে, একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহ তায়ালা, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর এবং ধন সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও সে দান করবে তার আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাস মুক্তির জন্যে। এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করবে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করবে এবং অভাবগ্রস্ততা, ক্ষুধা, দু:খ-কষ্ট ও যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করবে, এরাই হচ্ছে সত্যবাদী ও প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বনকারী মানুষ" [সূরা বাকারা, আয়াত ১৭৭]।

বিচার দিবসের প্রতি ঈমান

ঈমানের শাখাগুলোর অন্যতম একটি হলো 'বিচার দিবসের' উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। 'ঈমান' অর্থ অন্তর থেকে বিশ্বাস করা, মুখে বলা ও সে অনুযায়ী কাজ করা। ইয়াতীম/মিসকিনদের সাথে 'সদব্যবহার' ও 'তাদেরকে খাবার দেয়া' এবং অন্যদেরকেও 'খাবার দিতে উৎসাহিত করা' এমনই কিছু কাজ, যেসব কাজের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 'বিচার দিবসে' বিশ্বাস স্থাপনকারী হিসাবে গণ্য করবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সূরা মাঊনের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, "আপনি কী দেখেছেন তাকে যে বিচার দিবসকে

মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়। এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। অত:পর ঐসব নামাজীদের জন্যে ধ্বংস। যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করে। যারা লোক দেখানোর জন্যে কাজ করে। আর যারা নিত্য ব্যবহারের জিনিষ-পত্র অন্যদেরকে দেয়া থেকে বিরত থাকে” [সূরা মাঊন ১-৭]।

উল্লেখ্য

- “পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষার নূরানী পদ্ধতি” - **হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ**।
- “নুন সাকিন ও তানবীন সংরক্ষিত আলোচনা” - **মুফতি মুহাম্মদ হুমায়ন কবির**।
- “সহজ পন্থায় কুরআন ও মাসায়েল শিক্ষা” - **কারী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও মাওলানা মুহাম্মদ ফাযলুর রহমান**।
- “কুরআন শিখুন মাত্র ১ ঘণ্টাই” - **শায়খ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী** ।
- “কুরআন শেখার সহজ উপায়” প্যানভিশন টিভি চ্যানেল, বাংলাদেশ।
- তফসীরে মারেফুল কোরআন (পঞ্চদশ সংস্করণ), ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পঞ্চদশ সংস্করণ, জুন ২০১৪।
- বুখারী শরিফ, প্রকাশক - মীনা বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ - ২০০৭, ১৩তম মুদ্রণ-জানুয়ারী ২০১৯।
- “মানুষের ভাগ্য যেভাবে নির্ধারিত হয়” - **মো. আবদুল মজিদ মোল্লা**।
- কুরআন শিক্ষা এ্যাপ by mim19.com ।